রিসালা নং-১১৮

শয়তানের কতিপয় হাতিয়ার

SAITAN KE BAZ HATIAR

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (তারগীব তারহীব)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কিতাব পাঠ করার দু’আ

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দু’আটি পড়ে নিন যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ দু’আটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ

عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ ঃ হে আল্লাহ ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দিন এবং আমাদের উপর আপনার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করুন! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, খন্ড-১ম, পৃ-৪০, দারুল ফিকির, বৈরুত)

মদীনার ভালবাসা,
জান্নাতুল বকী
ও ক্ষমার ভিখারী।
১৩ শাওয়ালুল মুকাররম, ১৪২৮ হিজরী

(দুআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দুরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঃ কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহন করল অথচ সে নিজে গ্রহন করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, খন্ড-৫১, পৃষ্ঠা-১৩৭, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষন

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে **মাকতাবাতুল মদীনা** থেকে পরিবর্তন করে নিন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

সুচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
১০০টি হাজত পূরণ হবে	৪	আত্মগৌরবের সংজ্ঞা	১৯
সগে মদীনার অনুভূতি	৭	আত্মগৌরবের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা	১৯
...তাই আমি দাওয়াতে ইসলামী ওয়ালা থেকে দুরে সরে গেলাম	৮	আমি দ্বীনের অনেক খিদমত করে থাকি!	২০
আল্লাহ্ তাআলা দু'টি জান্নতী পোষাক পরিধান করাবেন	৮	আমি এটা করেছি। আমি ওটা করেছি।	২১
সমবেদনা জ্ঞাপন কাকে বলে?	৯	আত্মগৌরবের নিন্দায় বুযুর্গানে দ্বীনের ৫টি বাণী	২২
বিমুখ ব্যক্তি সন্তুষ্ট হয়ে গেল	৯		
দাওয়তে ইসলামীর অধিকাংশ লোকই গরীব	১০	আত্মগৌরবের প্রতিকার	২৪
		ইখলাস	২৫
দ্বীনী কাজে অবশ্যই ধনী লোকদেরও অধিকার রয়েছে	১১	ইখলাসের পাঁচটি সংজ্ঞা	২৬
		ইখলাসের অর্থ "আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য আমল করা"	২৬
দারিদ্রতার ফযীলত	১২		
ইছালে সাওয়াব উপলক্ষ্যে "ইজতিমায়ে যিকর ও নাত"	১৩	ইখলাস হচ্ছে "নিজ আমলের প্রশংসা" অপছন্দ করা	২৭
সগে মদীনা (লিখক)এর নিকট প্রেরিত মেইলের প্রতিউত্তর	১৪	ইখলাস সম্পর্কিত বুযুর্গানে দ্বীনের ৫টি বাণী	২৮
লিখনী অনেক সময় লিখকের মন মানসিকতার প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকে	১৬	তিনটি করুনা তিনটি বঞ্চনা	২৮
নিজেকে "গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব" মনে কারা ভূল	১৭	ত্রিশ বছরের নামায ক্বাযা করেন	২৯
দ্বীনের খিদমতের বিনিময়ে সম্মান প্রত্যাশী	১৭	ঘটনা: না সাওয়াব পেল না আযাব	২৯
রিয়াকারীর ভয়ানক শাস্তি	১৮	মুবাল্লিগের উপর শয়তানের আক্রমন	৩০
আত্মগৌরবের ধ্বংসলীলা	১৯		

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

সুচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
আলিমের দু’রাকাআত মূর্খ ব্যক্তির সারা বছর ইবাদত করার চেয়ে উত্তম	৩১	জানাযার নামায ও ইছালে সাওয়াবের ব্যাপারে অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষাকারী মাদানী ফুল	৪০
ঘটনা: ৬০ বছর কা’বা শরীফের খিদমত	৩১	অন্যের মন খুশি করার দু’টি ক্ষতি	৪০
কু-ধারনায় ভরপুর বাক্য সমূহে চিহ্নিত করণ	৩২	বিশেষ ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা	৪১
কু-ধারনার ধ্বংসলীলা	৩২	বিশেষ ব্যক্তিবর্গের সমবেদনা জ্ঞাপন করা কি পরকালীন সৌভাগ্য অর্জনের কারণ?	৪১
কু-ধারনা হারাম	৩৩		
কু-ধারনার সংজ্ঞা	৩৪		
কু-ধারনা কেন হারাম	৩৪	অঙ্গিকার করে না আসা লোকদের ব্যাপারে ভালধারনা	৪২
কু-ধারনার সাতটি প্রতিকার	৩৫		
(১)মুসলমানদের ভাল গুণগুলো দেখুন	৩৫	নিজের কথা রক্ষা করা চাই	৪৩
(২) কু-ধারনা আসলে মনোযোগ সরিয়ে ফেলুন	৩৫	সাবধান! অনর্থক বিশেষন যেন গুনাহের দিকে ঠেলে না দেয়	৪৩
(৩) নিজে সৎ হোন যাতে অন্যকে সৎ মনে হয়	৩৬	তাওবা করে নাও আল্লাহ্র রহমত অনেক বড়	৪৪
(৪) অসৎ সঙ্গ কুধারনা সৃষ্টি করে	৩৬	প্রত্যেক দা’ওয়াতে ইসলামী ওয়ালা আমার প্রিয়	৪৫
(৫) কারো প্রতি কু-ধারনা আসলে নিজেকে আল্লাহ্ তায়ালার শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন	৩৭	মাদানী কাজ সম্পাদনকারী আমার খুব প্রিয়	৪৫
(৬) কারো ব্যাপারে কু-ধারনা সৃষ্টি হলে নিজের জন্য দু’আ করুন	৩৮		
(৭) যার ব্যাপারে কু-ধারনা আসছে তার কল্যানের জন্য দু’আ করুন	৩৮	ফিতনা ফ্যাসাদ প্রসারকারী সম্পর্কে আযাবের হুমকি	৪৬
যে ব্যক্তি লিখতে ভূল করে, না জানি বলতে কি বলে।	৩৯	আবরণযুক্ত মেহেদী ব্যবহার করলে ওযু গোসল শুদ্ধ হবেনা	৪৭
কু-ধারনার ব্যপারে আ’লা হযরতের ফতোয়া	৩৯	আবরণযুক্ত মেহেদী ব্যবহার করলে ওযু গোসল শুদ্ধ হবেনা	৪৮

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ط وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শয়তানের কতিপয় হাতিয়ার

(একটি শিক্ষামূলক চিঠি)

শয়তান আপনাকে লিখিত এ রিসালাটি পড়তে লাখো বাধা সৃষ্টি করবে, কিন্তু আপনি সম্পূর্ণ রিসালাটি পড়ে তার হামলা প্রতিহত করে দিন।

১০০টি হাজত পূরণ হবে

আল্লাহ্‌র নবী, রাসুলে আরবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি জুমার দিন ও রাতে আমার উপর ১০০বার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, আল্লাহ্ তায়ালা তার ১০০টি হাজত পূরণ করবেন, ৭০টি আখিরাতে এবং ৩০টি দুনিয়াতে এবং আল্লাহ্ তাআলা একজন ফিরিশতা নিযুক্ত করে দিবেন যিনি এই দরূদ শরীফ সমূহকে আমার রওজায় এভাবে পৌঁছাবে, যেভাবে তোমাদেরকে উপহার প্রদান করা হয়, নিশ্চয়ই আমার ইন্তেকালের পর আমার ইল্‌ম এভাবে বহাল থাকবে, যেভাবে জীবদ্দশায় ছিল।

(জামউল জাওয়ামি লিস সুয়ূতী, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৯৯, হাদীস নং-২২৩৫৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এক দুঃখী ইসলামী ভাইয়ের মেইল, ইসলামী ভাইদের নাম, ঠিকানা ও স্বয়ং মেইল প্রেরণকারীর নাম উল্লেখ না করে ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে পরিবর্তন করে কয়েকটি মাদানী ফুল পেশ করছি। সর্বপ্রথম পরিবর্ধিত মেইল পড়ে নিন-

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

আমি দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত রয়েছি প্রায় ২১ বছর ধরে এবং মাদানী মরকয প্রদত্ত বিভিন্ন যিম্মাদারী পালন করার সুযোগ পেয়ে আসছি, বর্তমানে বিদেশে এক কাবীনার খাদিম হিসেবে মাদানী কাজ করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। ২১ বছরে অনেক উত্থান পতন দেখেছি, এরপরও মাদানী পরিবেশে অটল অবিচল রয়েছি। **"এক সময় গরীব ইসলামী ভাইদের প্রতি খুবই খেয়াল রাখা হতো, যদি তার কোন সমস্যা হতো, তবে তাকে সান্তনা দেওয়া হত, কিন্তু বর্তমানে দা'ওয়াতে ইসলামীর যিম্মাদারদের স্নেহ মমতা "কেবল ধনীদের জন্য!"** এ বিষয়টি আমি বুঝতে পেরেছি যখন তিন মাস পূর্বে পাকিস্তান গিয়েছিলাম, একজন গরীব ইসলামী ভাইয়ের (দা'ওয়াতে ইসলামীর যিম্মাদার) মায়ের ইন্তেকাল উপলক্ষ্যে তাদের ঘরে ফাতিহাখানির আয়োজনে গিয়েছিলাম। আলাপকালে সে বলল যে, একজন রুকনে শূরা আমাদের শহরে তাশরীফ এনেছেন কিন্তু ফাতিহাখানির জন্য আমাদের ঘরে আসেননি। অন্য একজন রুকনে শূরা পুরো রমযানুল মোবারক আমাদের শহরে ছিল কিন্তু তিনিও ফাতিহাখানির জন্য আমাদের ঘরে আসলেন না। অপর একজন গরীব ইসলামী ভাইয়ের মায়ের ইন্তেকাল হল, সেও অনুরুপ মন্তব্য প্রকাশ করল। ঐ সময় এসব শুনে আমার মনে হয়েছিল হয়ত এসব ইসলামী ভাইয়ের কথা সঠিক নয়। তাদের কথার বিশুদ্ধতা তখন বুঝতে পারলাম, যখন ৯ মুহাররম ১৪৩৪ হিজরী মোতাবেক ১লা ডিসেম্বর ২০১২ ইং রোজ শনিবার আমার মায়ের ইন্তেকাল হল এবং আমাকে জরুরী ভিত্তিতে পাকিস্তান যেতে হল। এক সপ্তাহ থাকার পর ফিরে আসলাম। ১৮৭ টি দেশে মাদানী কাজ সম্পাদনকারী দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে কেবল ৫ ইসলামী ভাই ফোনের মাধ্যমে সমবেদনা জানাল। একজন রুকনে শুরার মাকতাব থেকে ৪১ বার কোরআনে করীমের খতমের তরকীব করা হল। অন্য এক রুকনে শূরা ফোন করে কেবল সান্তনা দিল, কোন ইছালে সাওয়াবের ব্যবস্থা করেননি।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

ফাতিহাখানির জন্য অন্য একজন যিম্মাদার ইসলামী ভাই তাশরীফ এনেছিলেন, তিনি ইছালে সাওয়াব প্রেরণ করবে বলে আশ্বাস দিলেন বটে আমি এখনো তাঁর ইছালে সাওয়াবের অপেক্ষায় আছি এবং শহর নিগরানকে শনিবার দিন খতম শরীফের দা'ওয়াতও দিয়েছিলাম কিন্তু ....**কেননা গরীব মানুষ তাই।**

দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে ইছালে সাওয়াব ....৪৬ টি খতমে কোরআন, ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে ....প্রায় ৩১৩ টি খতমে কোরআন, এছাড়া লক্ষবার দরূদ শরীফ, কালেমা শরীফ লক্ষবার, সুরা ইয়াসিন, সুরা মুলক, সুরা রহমান সহ আরো অনেক কিছু......অনেক ইসলামী ভাই যারা দাঁড়িওয়ালা নয় তারাও লক্ষবার দরূদ শরীফ ইছালে সাওয়াব করেছে।

অপরদিকে..........(ঠিকানা উহ্য রাখা হলো) এক আমীর লোকের স্ত্রী অসুস্থ ছিল, তার শুশ্রূষা স্বরূপ আমীরে আহলে সুন্নাত مَدَّ ظِلُّه এর মাধ্যমে ফোন করানো হয়েছে এবং সেটা মাদানী খবরের মধ্যেও দেখানো হয়েছে, এটা সম্ভবত আমার মায়ের মৃত্যুর তিন দিন পরের ঘটনা।

গত বছর........(নাম ও ঠিকানা উহ্য রাখা হলো) এক ধনী ইসলামী ভাইয়ের পুত্রের মৃত্যুতে একজন রুকনে শূরা আপন জাদওয়াল মুলতবী করেছেন এবং তার জানাযায় অংশগ্রণের তারকীব করেছেন। আমীরে আহলে সুন্নাত ও নিগরানে শূরার মাধ্যমে ফোনও করানো হয়েছে, তার খতম শরীফে রুকনে শূরা বয়ানও করেছেন। বিদেশে এক অমুসলিমের নিকট আমি কাজ করি সে তিনবার ফোন করেছে এবং সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে। আমাকে সমবেদনা জ্ঞাপন করার জন্য আগত লোকদের মধ্যে রয়েছে জেনারেল কাউন্সেলর ও তার কর্মচারী, একজন স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, প্রেস ও সেখানকার স্থানীয় ওলামায়ে কিরাম সহ অনেক হিতাকাংখী।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।” (তাবারানী)

আহ! এ কঠিন মুহুর্তে আমার সংগঠনের ইসলামী ভাইগণ আমাকে যদি উৎসাহ দিত আত্মীয় স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীর কাছে আমার সম্মান রক্ষা হত, অবশেষে আমি অনুভব করলাম **“যদি আমি ধনী হতাম তবে এমন হতনা।”**

দুনিয়াতে জু কাম না আওয়ে ওয়কে সুখে ওয়িলি
ইস বে ফয়জ চংগী কোলো বেহ্তর ইয়ার আকিলে

সালামান্তে

সগে মদীনা عُفِیَ عَنْهُ এর অনুভূতি......আমার উপরও কখনো যেন কেউ অসন্তুষ্ট হয়ে না যায়.....

ইসলামী ভাইদের খিদমতে উৎসাহমূলক আরয হচ্ছে যে, মেইল পাঠ করে অতীতে সগে মদীনা(লিখক) عُفِیَ عَنْهُ এর বিভিন্ন জানাযায় অংশগ্রহণ সহ সমবেদনা জ্ঞাপন ও শুশ্রূষা করার জন্য যাওয়ার কথা স্মরণ আসতেছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সম্ভবত এমন কোন **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালা নেই যে, আমার চেয়ে বেশী শুশ্রূষা, জানাযা পড়া ও কাফন দাফনে অংশগ্রহণ করেছে, আমার ভয় হতো মৃতের সমবেদনা, রোগীদের শুশ্রূষার জন্য ঘরে ও হাসপাতালে যাওয়ার ব্যাপারে অলসতা এবং অবহেলার কারণে কখনো যেন কেউ আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে **‘সুন্নতে ভরা সংগঠন’** থেকে দুরে সরে না পড়ে! আমার ধারনা মতে, যদি কারো “আনন্দঘন মুহুর্তে” অংশগ্রহণ নাও করে লোক এতটুকু অসন্তুষ্ট হয়না, যতটুকু “দুঃখ” তথা রোগ, শোক কিংবা মৃত্যু ইত্যাদিতে সহানুভূতি না দেখানোর কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে মাদানী পরিবেশরই একটি ঘটনা উপস্থাপন করছি, যেমন-

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

......তাই আমি দা'ওয়াতে ইসলামী ওয়ালাদের নিকট থেকে দুরে চলে গেলাম

এক দরিদ্র ইসলামী ভাইয়ের ঘটনা তেমন পুরোনো নয়, সে (সগে মদীনাকে عُفِیَ عَنْهُ) যা কিছু বলেছেন তা নিজস্ব ভঙ্গিতে আরয করছি: "আমি কয়েক বছর ধরে মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম, সামর্থ অনুযায়ী **দা'ওয়াতে ইসলামী**র কিছু না কিছু মাদানী কাজও করতাম। আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম, রোগ দীর্ঘস্থায়ী হল, এমন কি আমি শয্যাশায়ী হয়ে গেলাম এবং ছয় মাস পর্যন্ত রোগাক্রান্ত অবস্থায় বিছানায় পড়ে থাকলাম, শত কোটি আফসোস! অসুস্থকালীন এ পূর্ণ সময়ে আমাদের শহরের কোন "প্রিয় ইসলামী ভাই" আমি দুঃখীর দারিদ্রালয়ে তাশরীফ এনে শুশ্রূষা করা তো দুরের কথা, কেউ ফোন পর্যন্ত করলনা, বরং বিশ্বাস করুন স্বান্তনা দিয়ে কেউ একটি sms করার কষ্টটুকু পর্যন্ত করলনা। এসব কারণে **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালাদের প্রতি আমার মন ভেঙ্গে গেল এবং তাদের থেকে দুরে চলে গেলাম, অবশ্য একজন নেককার বান্দা, যে কার্যক্ষেত্রে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত ছিলনা সে আমার প্রতি উচ্চ পর্যায়ের স্নেহ মমতা প্রদর্শন করলেন, এমনকি সে আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল, আমার অন্তরে তার প্রতি ভালবাসা বদ্ধমূল হল এবং তার নৈকট্যশীল হয়ে গেলাম।"

আল্লাহ্ তাআলা দু'টি জান্নাতী পোষাক পরিধান করাবেন

বুঝা গেল, কোন ব্যথাগ্রস্থ ইসলামী ভাইয়ের মনখুশি না করাতে তার মাদানী পরিবেশ থেকে দুরে চলে যাওয়ার আশংকা থাকে, যদিও দুরে চলে যাওয়া উচিত নয়, কেননা এটাতো নিজের পায়ে কুড়াল মারার মতই। কিন্তু শয়তান কুমন্ত্রনা দিয়ে আখিরাত বরবাদ করার অপচেষ্টায় জোর দিয়ে থাকে। তাই এভাবে অনেকেই দুরে চলে যায়, সে মুহুর্তে যে ব্যক্তি তার

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

পিঠে হাত রাখে, সে তারই হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, আর এটাও অসম্ভব কিছু নয় যে, অনেক বেআমল তো বদ আক্বিদায়ও বিশ্বাসী হয়ে যায়, যা হোক বিপদগ্রস্থ লোকদের সমবেদনা জ্ঞাপনের মধ্যে হিকমতই হিকমত রয়েছে এছাড়া এটা সাওয়াবেরও কাজ। **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোন চিন্তাগ্রস্থ লোককে সমবেদনা জ্ঞাপন করবে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে তাকওয়ার পোষাক পরিধান করাবেন এবং রূহ সমূহের মাঝে তার রূহের উপর রহমত বর্ষন করবেন এছাড়া যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে সমবেদনা জ্ঞাপন করবে, আল্লাহ্ তায়ালা তাকে জান্নাতী পোষাক সমূহ থেকে এমন দু'টি পোষাক পরিধান করাবেন, যার মূল্য (সারা) দুনিয়াও হতে পারেনা।

(আল মু'জামুল আওসাত, খন্ড- ৬, পৃষ্ঠা- ৪২৯, হাদীস নং- ৯২৯২)

সমবেদনা জ্ঞাপন কাকে বলে?

সমবেদনা জ্ঞাপন এর অর্থ হচ্ছে: বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে ধৈর্য্যের উপদেশ দেয়া। "সমবেদনা জ্ঞাপন করা সুন্নত।" (বাহারে শরীয়ত, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা- ৮৫২)

বিমূখ ব্যক্তি সন্তুষ্ট হয়ে গেল

সহানুভূতি প্রদর্শন ও সমবেদনা প্রকাশের সুফল অনেক সময় দুনিয়াতেই দেখা যায়। যেমন- এটা ঐ সময়কার কথা, যখন কাগজী বাজার, বাবুল মদীনা করাচীর নূর মসজিদে আমি ইমাম ছিলাম, এক ইসলামী ভাই প্রথমে আমার খুব নৈকট্যশীল ছিল, অতঃপর সে কিছুটা দুরে সরে যেতে লাগল, কিন্তু আমি তা বুঝতে পারিনি। একদিন ফজর নামাযের পর হঠাৎ তার পিতার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে তার ঘরে পৌঁছে গেলাম, এখনো মৃতের গোসলও হয়নি, দু'আ ফাতিহা পাঠ করে ফিরে আসলাম, পরে জানাযার নামায আদায় করে কবরস্থান পর্যন্ত গেলাম এবং দাফনকার্যেও আগে আগে ছিলাম।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

কল্পনার বাইরে এর সুফল দেখা গেল, অতএব ঐ ইসলামী ভাই নিজেই খুলে বলল যে, আমাকে কেউ আপনার ব্যাপারে প্রতারনামূলক কথা বলেছিল, তার ফাঁদে পড়ে আপনার থেকে দুরে সরে গিয়েছিলাম, এতদুরে সরে গিয়েছিলাম যে, আপনাকে দেখলে লুকিয়ে যেতাম। কিন্তু আমার শ্রদ্ধেয় আব্বাজানের মৃত্যুতে আপনার সহানুভূতিমূলক আচরণে আমার অন্তর পরিবর্তন হয়ে গেল। যে ব্যক্তি আমার অন্তরে কুমন্ত্রনা দিয়েছিল সে আমার আব্বার জানাযায় পর্যন্ত আসেনি। ঘটনাটি ঘটেছে এ রিসালা লিখাকালীন সময় পর্যন্ত ৩৫ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। ঐ ইসলামী ভাই এখনো আমাকে অনেক ভালবাসে, অত্যন্ত প্রভাবশালী, তানযিমী তথা সাংগঠনিক পর্যায়েও কাজে আছে, মুখে দাঁড়ি সাজিয়েছে, সে নিজে আমার পীর ভাই কিন্তু তার সন্তান সন্ততি সহ অন্যান্য ভাইয়েরা এবং তার বংশের অন্যান্য লোকেরা আত্তারী, তার ছোট ভাই সব সময় মাদানী হুলিয়া পরিধান করে থাকে এবং দা'ওয়াতে ইসলামীর যিম্মাদার, বড় ভাইও ইমামা ওয়ালা তথা পাগড়ি পরিধান করে।

দা'ওয়াতে ইসলামীতে অধিকাংশ লোকই গরীব

যদিও সম্পদশালী কিংবা পদ মর্যাদা সম্পন্ন লোক ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকের শুশ্রূষা বা তাদের সাথে সমবেদনা জ্ঞাপন করা শরীয়ত বিরোধী কাজ নয়। ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সুন্নত মোতাবেক শুশ্রূষা ও সমবেদনা জ্ঞাপন করাও নিঃসন্দেহে পরকালীন সাওয়াবের মাধ্যম। তবে এটা যেন না হয় যে, কেবল সম্পদশালী, অফিসার ও পার্থিব মর্যাদা সম্পন্ন লোকদেরই সহানুভূতি দেখাতে থাকবেন আর গরীব বেচারাগণ অপেক্ষাই করতে থাকবে। সত্যি কথা হচ্ছে, দা'ওয়াতে ইসলামী সর্বপ্রথম দরিদ্র ও নিঃস্ব লোকদেরই, এর পরে সম্পশালীদের। দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজকে সারা দুনিয়াতে প্রসারকারীদের মধ্যে গরীবরাই প্রথম কাতারে। ওয়াকফে মদীনা হয়ে আপন যৌবন কালকে বিসর্জন কারী কে?

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

লাগাতার ১২ মাস ও ২৫ মাস সুন্নত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফিলাতে সফরকারী কে? **দা'ওয়াতে ইসলামীর** অধীনে পরিচালিত শত শত মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিন কে? জামেয়াতুল মদীনা ও মাদ্‌রাসাতুল মদীনার হাজারো শিক্ষক ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিযুক্ত নিগরান কে? বিশ্বাস করুন! অধিকাংশ লোক ধনী নয় বরং গরীব ও মধ্যবিত্ত ইসলামী ভাইয়েরাই রয়েছে। مَاشَآءَالله عَزَّوَجَلّ এসব আশিকানে রাসুল সুন্নতের অনুসরণের সাথে সাথে খুব ধুমধামের সাথে মাদানী কাজও করে থাকেন। পুরো রমযানুল মুবারকের ই'তিকাফ হোক কিংবা সাপ্তাহিক ইজতিমা বা মাদানী কাফেলাতে সফর এতে অধিকাংশ "মদীনার ফকীররাই" অংশগ্রহণ করে থাকে।

দ্বীনী কাজে অবশ্যই ধনী লোকদেরও অধিকার রয়েছে

আমি এটা বলছিনা যে, দ্বীনী কাজে সম্পদশালী ও বড় লোকদের কোন অধিকারই নেই। অবশ্যই দ্বীনী কাজে তাদের অধিকার রয়েছে। مَاشَآءَالله عَزَّوَجَلّ তাদের মধ্যে থেকেও আমাদের নিকট অনেক মুবাল্লিগ ও যিম্মাদার রয়েছে। তবে তুলনামূলক ভাবে তাদের সংখ্যা নিতান্ত কম। সম্পদশালী ও দুনিয়াবী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকদের মাঝে সময়ের কুরবানী প্রদানকারী একেবারেই স্বল্প। এসব মহোদয়গণের অধিকাংশ যাকাত ও আতিয়াত তথা দান করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। বিত্তবানদের মাঝেও ধুমধামের সাথে নেকীর দা'ওয়াত দেওয়া হোক। مَاشَآءَالله عَزَّوَجَلّ এসব মহোদয়গণ মসজিদ, মাদ্‌রাসা তৈরী করেন এ দিক দিয়ে তাদের দ্বারাও দ্বীন ইসলামের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়। তাদের উপরও ইনফিরাদী কৌশিশ করতে থাকুন যাতে তাদের মধ্যে নামাযীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং সুন্নত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়। তবে এর উদ্দেশ্য কখনো এটা নয় যে, গরীব ও দরিদ্র ইসলামী ভাইদেরকে ভূলে বসবেন এবং আপনার পক্ষ থেকে কৃত ইনফিরাদী কৌশিশ আর তাদের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত নেকীর দা'ওয়াত,

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

শুশ্রূষা, সমবেদনা ও ইছালে সাওয়াবের মজলিসে অংশগ্রহণের ব্যপারে তারা ব্যকুল থাকবে আর আপনি ঐ সমস্ত বিত্তশালী লোকের কারো মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে দ্রুত তাদের ঘরে পৌঁছে যাবেন, তাদের সাথে একান্ত বিনয় বরং তোষামোদ মূলকভাবে আলাপ আলোচনায় মত্ত থাকবেন, তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে তাদের মৃত্যুবরণকারী আত্মীয় স্বজনদের জন্য ইছালে সাওয়াবের ভান্ডার তৈরী করতে থাকবেন, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র গুরুত্বপূর্ণ যিম্মাদারদের দ্বারা সমবেদনা জ্ঞাপন স্বরূপ ফোন করাতে থাকবেন অতঃপর কারকারদেগী তথা রিপোর্ট নিতে থাকবেন যে অমুক "সাহেব" বা শখসিয়্যতকে ফোন করেছেন কি? আশা করি, আমার এ কথাগুলো বিত্তশালী লোকদেরও বুঝে আসবে! এসব মহোদয়গণও ভেবে দেখুন যে, যদি তাদের দালানের চৌকিদারের পিতার ইন্তেকাল হয়, তবে তাদের আচরণ কেমন হয়? আর সুপরিচিত কোন রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক নেতা বা বিত্তশালী লোকের পিতার ইন্তেকালে তাদের আচরণ কিরূপ থাকে! পার্থিব ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকের জানাযা আর দরিদ্র যদিও সৎ ও নামাযী হোক না কেন তাদের জানাযায় জনসাধারণের উপস্থিতির ব্যবধান সম্পর্কে কে অবগত নয়? যা হোক এমনটি হওয়া উচিত নয়, বিত্তশালীদেরও উচিত আপন চাকর-চৌকিদার ইত্যাদির সাথেও খুব সহানুভূতি প্রদর্শন করা।

দারিদ্রতার ফযীলত

ধনী ও দরিদ্র উভয়েই এ তিনটি ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লক্ষ্য করুন: (১) আমি জান্নাত অবলোকন করেছি, জান্নাতবাসীদের মধ্যে বেশীরভাগ দরিদ্রদেরকেই দেখেছি। (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৮২, হাদীস নং-৬৬২২) (২) দরিদ্র লোকরা ধনীদের চেয়ে ৫০০ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৫৭, হাদীস নং -২৩৫৮) (৩) যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ ভাবে নামায আদায় করে, তার পরিবারের সংখ্যা অধিক এবং সম্পদ স্বল্প হয়,

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

এছাড়া সে মুসলমানদের গীবতও করে না, তবে আমি এবং সে জান্নাতে এ দুই আঙ্গুলের মত হব। (অর্থাৎ **তিনি** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শাহাদত ও মধ্যমা আঙ্গুল মিলিয়ে দেখিয়েছিলেন।)

(জামউল জাওয়ামি লিস সুয়ূতী, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৪৯, হাদীস-২১৮৩৫)

ইছালে সাওয়াব উপলক্ষে “ইজতিমায়ে যিকর ও না’ত”

দা’ওয়াতে ইসলামীর সকল যিম্মাদারদের খিদমতে মাদানী অনুরোধ হচ্ছে যে আপনাদের এলাকার কোন ইসলামী ভাই অসুস্থতা কিংবা বিপদাপদের (যেমন বাচ্ছা অসুস্থ হওয়া, চাকুরিচ্যুত হওয়া, চুরি বা ডাকাতি হওয়া, মটর সাইকেল বা মোবাইল ছিনতাই হওয়া, দুর্ঘটনার সম্মুখীন হওয়া, ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া, দালান ভেঙ্গে যাওয়া, আগুন ধরে যাওয়া, কারো মৃত্যু হওয়া ইত্যাদি যেকোন কষ্টের) সম্মুখীন হলে, সাওয়াবের নিয়্যতে ওসব দুঃখী ইসলামী ভাইয়ের মন খুশি করে অসীম সাওয়াবের ভাগিদার হোন, কেননা **নবী করীম, রাউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেন:** “নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলার দরবারে ফরয সমূহের পর সবচেয়ে প্রিয় আমল হচ্ছে মুসলমানকে সন্তুষ্ট করা।” (আল মু’জামুল কবীর, খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৫৯, হাদীস নং-১১০৭৯) কারো ইন্তেকালে সম্ভব হলে তৎক্ষণাত মৃত ব্যক্তির ঘর ইত্যাদিতে উপস্থিত হয়ে যান, সুযোগ হলে মৃত ব্যক্তির গোসল, জানাযার নামায বরং দাফনকার্যেও শরীক হোন। সম্পদশালী ও পার্থিব খ্যাতি সম্পন্ন লোকদের মন খুশি করার জন্য স্বাভাবিক ভাবে অনেক লোক হয়ে থাকে। কিন্তু বেচারা দরিদ্র লোকদের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করার মত কে রয়েছে? ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে অবশ্যই বিত্তবানদের সমবেদনা জ্ঞাপন করুন তবে গরীবদেরকেও দৃষ্টির আড়ালে রাখবেন না। ঐসব “ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকদের” পাশাপাশি বিশেষত আপনার অধীনস্থ গরীব ইসলামী ভাইদের ঘরে কেউ মারা গেলে, তাদেরকে তাদের আত্মীয় স্বজনদেরকে একত্রিত করার জন্য উৎসাহিত করে তাদের ঘরে অন্তত পক্ষে ৯২ মিনিটের

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

"ইজতিমায়ে যিকর ও না'ত" এর ব্যবস্থা করুন, যদি সবার নিকট আওয়াজ পৌঁছে তবে বিনা প্রয়োজনে **"সাউন্ড সিস্টেম"** লাগানোর ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করুন। সামর্থনুযায়ী **লঙ্গরে রাসাইল তথা বিনা মূল্যে রিসালা বন্টনের** মন মানসিকতা তৈরী করুন, খাবারের ব্যবস্থা কখনো করতে দিবেন না, [**মাসআলা:** মৃতের তৃতীয় দিবসের খানা ধনী লোকদের জন্য জায়িয নেই, কেবল গরীব ও মিসকীনরায় খেতে পারবে, তিন দিনের পরেও মৃত ব্যক্তির ঘরে খাওয়ার ক্ষেত্রে ধনী লোকগণ (অর্থাৎ যারা ফকীর নয়) তাদের বিরত থাকা উচিত।] যে সময় নির্ধারণ করা হবে সেটা অনুসরন করুন "ইশার নামাযের পর আরম্ভ হবে" এটা না বলে, ঘড়ির সময় অনুযায়ী নির্ধারণ করুন যেমন রাত নয়টায় আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত হলে, মানুষের জন্য অপেক্ষা না করে নির্ধারিত সময়ে তিলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু করে দিন, অতঃপর না'ত শরীফ (সময়সীমা ২৫ মিনিট), সুন্নতে ভরা বয়ান (সময়সীমা ৪০মিনিট) এবং সবশেষে যিকর (সময়সীমা ৫মিনিট), হৃদয়গ্রাহী দুআ (সময়সীমা ১২মিনিট) এবং সালাত ও সালাম (তিন শে'র) সমাপ্তি দু'আ সহ (সময়সীমা ৩মিনিট)। এলাকার সকল যিম্মাদার, মুবাল্লিগগণ, সম্ভাব্য অবস্থায় মজলিসে শূরার রুকনগণ ও অন্যান্য ইসলামী ভাইদের উপস্থিতিকে নিশ্চিত করুন এছাড়া চেষ্টা করে ইছালে সাওয়াবের জন্য সেখান থেকে হাতোহাত মাদানী কাফেলায় সফর করানোর ব্যবস্থা করুন।

সগে মদীনা عُفِیَ عَنْهُ এর পক্ষ থেকে প্রেরিত মেইলের প্রতিউত্তর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ সগে মদীনা **ইলইয়াস আত্তার কাদিরী রযভী** عُفِیَ عَنْهُ এর পক্ষ থেকে **মুবাল্লিগে দা'ওয়াতে ইসলামী আমার প্রিয় মাদানী সন্তান ....আত্তারী** سَلَّمَهُ الْبَارِئ এর খিদমতে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَا تُهُ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ عَلٰى كُلِّ حَال

আঁখি রো রো কে সুজানে ওয়ালে
জানে ওয়ালে নেহী আনে ওয়ালে। (হাদাইক্বে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নিগরানে শূরা আবু হামিদ ইমরান আত্তারী سَلَّمَهُ الْبَارِىْ আমাকে আপনার মেইল ফরোয়ার্ড (FROWARD) করেছে, যাতে আপনার আম্মাজানের বেদনাদায়ক ইন্তেকালের কথা উল্লেখ রয়েছে, ধৈর্য্য ও সাহস রাখুন এবং পরিবারের সবাইকেও এ উপদেশ দিন। আল্লাহ্ তাআলা মরহুমাকে আপন রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় দিন, বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দিন। আপনাকে ও মরহুমার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে উত্তম ধৈর্য্য এবং ধৈর্য্যের বিনিময়ে প্রচুর সাওয়াব দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আহ! আমার মত গুনাহ্গারদের ছরদারের নিকট নেকী কোথায়! এক বিশাল গুনাহের ভান্ডার, হায়! গুনাহ ক্ষমাকারী আল্লাহ্ তাআলা আমি পাপী ও গুনাহ্গারকে ক্ষমার ভিক্ষা দ্বারা ধন্য করে কেবল আপন দয়া দিয়ে আমার ভূল ভ্রান্তির উপর দয়া বর্ষন করুন এবং আমার গুনাহ্কে নেকী দ্বারা পরিবর্তন করে দিন সৌভাগ্যক্রমে! এমনই হোক, আল্লাহ্ তাআলার রহমতের উপর ভরসা করে আমার নিকট রক্ষিত সকল নেকীসমূহ আল্লাহ্ তাআলার রহমত অনুযায়ী প্রাপ্ত সাওয়াব **রাসুলে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে পেশ করার পর আপনার মরহুমা আম্মাজানকে ইছালে সাওয়াব করছি।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

লিখনী অনেক সময় লিখকের মন মানসিকতার প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকে

সাধারণত মানুষের নিজের প্রসংশা শুনতে ভাল লাগে এবং দোষ ত্রুটি সম্পর্কে অবগতকারীকে একেবারে পছন্দ করেনা, এমন লোকদের মুখোশ উন্মোচন করতে গিয়ে কেউ বলেন:

নাসেহা! মত কর নসীহত দিল মেরা গবরায়ে হে
উসকো দুশমন জানতা হো জু মুঝে সমঝায়ে হে।

আল্লাহ্ তাআলার দরবারে দুআ হচ্ছে, **তাজেদারে মদীনা, নবী করীম,** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় বিনা হিসাবে আমাদের মাগফিরাত দান করুন এবং উপদেশ গ্রহণকারী অন্তর দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। প্রিয় মাদানী সন্তান! আপনার মেইল আমার সামনে **“শয়তানের কতিপয় হাতিয়ার স্বরূপ উন্মোচন”** হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে শয়তানের প্রত্যেক আক্রমন থেকে রক্ষা করুন। আমীন। দয়া করে সায়্যিদুনা ফারূকে আযম رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মহান বাণী: “ঐ ব্যক্তি আমার প্রিয়, যে আমার দোষত্রুটি সম্পর্কে আমাকে অবহিত করে”। (আত্ তবকাতুল কুবরা লিইবনে সা’দ, খন্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ২২২) এর প্রতি লক্ষ্য রেখে, আমার এ মাদানী ফুলকে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করতে থাকুন। দেখুন! আমার উপর নারাজ হবেন না, আমার আকা আ’লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর অমূল্য বাণীর দোহাই যাতে ইরশাদ করা হয়েছে: “ন্যায় পছন্দকারী তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে যে তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করে।” (মালফুযাতে আ’লা হযরত, চতুর্থ অংশ, পৃষ্ঠা- ২২০) হাজার বার পা ধরে এবং লক্ষবার ক্ষমা চেয়ে আরয করছি: লিখনী অনেক সময় লিখকের অন্তরের অবস্থার প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকে, মেইল পড়ে সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম তাই কিছু মাদানী ফুল পেশ করছি। যদি আমার অনুভূতিসমূহ ভূল হয় তবে করজোরে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে নিচ্ছি।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

নিজেকে "গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব" মনে করা ভূল

মানুষ যখন নিজেকে "গুরুত্বপূর্ণ" মনে করে না তখন কেউ তার "খোজ খবর" না নেয়াতে দুঃখবোধও হয়না। আমার সহজ সরল মাদানী সন্তান! যার কেউ খোজ খবর রাখেনা তারও অনন্য মর্যাদা রয়েছে। হায়! আমরাও এমন হতে পারতাম, যেমন হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত আমীরুল মু'মিনীন, হযরত সায়্যিদুনা আলিয়্যুল মুরতাদ্বা, শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ইরশাদ করেন: "আল্লাহ্ তায়ালার অপরিচিত বান্দাদের প্রতি সুসংবাদ! ঐ বান্দা যে নিজে সকলকে চিনে কিন্তু লোকেরা তাকে চিনেনা, আল্লাহ্ তায়ালা (জান্নাতে নিযুক্ত ফিরিশতা হযরত সায়্যিদুনা) রিদ্বওয়ান عَلَيْهِ السَّلَام কে তার পরিচয় করিয়ে দেন, এসব লোক হিদায়তের উজ্জল আলোকবর্তিকা এবং আল্লাহ্ তায়ালা তার উপর সকল অজানা ফিৎনা প্রকাশ করেদেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে আপন রহমত দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এসব লোক সুখ্যাতি চাইনা, কারো উপর জুলুম করেনা আর রিয়াকারীতেও লিপ্ত হয়না।"

(আলাহ ওয়ালোঁ কে বার্তী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬২, হিলয়াতুল আউলিয়া, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা- ১১৮)

দ্বীনের খিদমতের বিনিময়ে সম্মান প্রত্যাশা

আমার প্রিয় মাদানী সন্তান! কোন ব্যক্তি নিজের জন্য এ মন মানসিকতা তৈরী করা যে, আমি যেহেতু দ্বীনের খিদমত করছি (শরীয়তের হুকুম মোতাবেক **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ করছি) সুতরাং আমাকে অমুক অমুক সুযোগ সুবিধা দেওয়া উচিত, আমার সম্মানের গ্রহণযোগ্যতা হওয়া চাই, আমার উৎসাহ বৃদ্ধি করা চাই (অথচ এটা এক ধরনের আত্মপ্রশংসার দাবী, কেননা উৎসাহ বৃদ্ধি সাধারণত প্রশংসা করার মাধ্যমেই হয়ে থাকে) আমার মনতুষ্টি করা হোক, আমি কোন বিপদাপদের সম্মূখীন হলে, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক সহ প্রচুর লোক যেন আমাকে স্বান্তনা প্রদান

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

করে (কেননা আমি দ্বীনের অনেক বড় বড় কাজ করেছি!) স্মরণ রাখবেন! দ্বীনের খিদমত একটি উচ্চ পর্যায়ের ইবাদত, আর ইবাদতের ক্ষেত্রে দুনিয়াবাসীর কাছ থেকে বিনিময় ও প্রতিদান দাবী করার অনুমতি নেই, যার মনে আপন দ্বীনের খিদমতের অনুভূতি রয়েছে এবং এর ভিত্তিতে তার নফ্‌স বা প্রবৃত্তি বাহ্‌ বাহ্‌ ও সম্মান ইত্যাদির চাহিদা অনুভব করে, তাকে "রিয়াকারীর সংজ্ঞার" প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। যেমন- **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"নেকীর দা'ওয়াত"** এর ৫৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে: রিয়া তথা লৌকিকতার সংজ্ঞা হচ্ছে: **"আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি ব্যতিত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ইবাদত করা"** যেমন ধরুন ইবাদত দ্বারা এ উদ্দেশ্য হওয়া যে, তার ইবাদতের ব্যাপারে সবাই অবগত হোক, যাতে ওসব লোক থেকে সম্পদ সঞ্চয় করা যায় কিংবা মানুষ তার প্রশংসা করে বা তাকে সৎলোক মনে করে বা তাকে সম্মান প্রদর্শন করে। (আজ্ জাওয়াজি আন ইকতিরাফিল কাবাইর, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৮৬)

রিয়াকারীর ভয়ানক শাস্তি

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "জাহান্নামে একটি উপত্যকা রয়েছে, যেটা থেকে স্বয়ং জাহান্নাম প্রতিদিন চারশবার আশ্রয় প্রার্থনা করে, আল্লাহ্ তাআলা এ উপত্যকাকে উম্মতে মুহাম্মদিয়ার عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ওসব রিয়াকারদের জন্য তৈরী করেছেন, যারা হাফিযে কোরআন, গায়রুলাহ তথা আল্লাহ্ তাআলা ব্যতিত অন্য কারো সন্তুষ্টির জন্য সদকাকারী, আল্লাহ্ তাআলার ঘরের হাজ্বী, আল্লাহ্ তাআলার রাস্তায় সফরকারী।" (আল্ মু'জামুল কাবীর, খন্ড- ১২, পৃষ্ঠা- ১৩৬, হাদীস নং- ১২৮০৩)

বাচা লে রিয়া সে বাচা ইয়া ইলাহী
তু ইখলাস করদে আতা ইয়া ইলাহী

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِىِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

(বিস্তারিত জানতে মাকতাবাতুল মদীনা কতৃক প্রকাশিত ১৬৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **“রিয়াকারী”** অধ্যায়ন করুন।)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আত্মগৌরবের ধ্বংসলীলা

আত্মগৌরবের সংজ্ঞা

প্রিয় মাদানী সন্তান! মাঝে মধ্যে মানুষ সৎ কাজ করে বটে কিন্তু তার উপর শয়তানের হাতিয়ার কার্যকর হয়ে যায় এবং সবকিছু নিজের কর্ম কীর্তি মনে করে বসে। তার এ অনুভূতি হয়না যে, আল্লাহ্ তাআলার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আমি এ কাজ করছি। সবার জন্য আবশ্যক যে শয়তানের এই হাতিয়ার عُجْب অর্থাৎ আত্মগৌরবের সংজ্ঞা ও এর ধ্বংসলীলার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা। আত্মগৌরবের সংজ্ঞা হচ্ছে: আপন গুণকে (যেমন ইলম বা আমল বা সম্পদ) নিজের প্রতি সম্পর্কিত করা এবং এ ভয় না থাকা যে এটা চিনিয়ে নেয়া হবে। এটা এমন যেন আত্মগৌরব বিশিষ্ট লোক নেয়ামতকে প্রকৃত নেয়ামত প্রদানকারীর (অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলার) প্রতি সম্পর্কিত করতেই ভূলে গেছে। (অর্থাৎ প্রাপ্ত নেয়ামত সুস্বাস্থ্য, রূপ ও সৌন্দর্য্য বা ধন কিংবা মেধা বা সুকন্ঠ বা পদ মর্যাদা ইত্যাদিকে আপন কর্ম কীর্তি মনে করা এবং এটা ভূলে যাওয়া যে এসব কিছু মহান আল্লাহ্ তাআলার দান।)

(ইহয়াউল উলূম, খন্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ৪৫৪)

আত্মগৌরবের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা

হুজ্জাতুল ইসলাম, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেন: যারা ইলম, আমল ও সম্পদ দ্বারা নিজের শ্রেষ্টত্ব অনুভব করে, তাদের দুই অবস্থা: প্রথম প্রকারের লোক হচ্ছে যাদের নিকট এ শ্রেষ্টত্বতা বিনাশ হয়ে যাওয়ার ভয়

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

রয়েছে অর্থাৎ এ বিষয়ে ভয় রয়েছে যে এতে কোন পরিবর্তন এসে যাবে কিংবা একেবারেই বিলুপ্ত ও নিঃশেষ হয়ে যাবে তবে এমন লোক আত্মগৌরবের অধিকারী নয়। দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে সেটার বিনাশ (তথা কমে যাওয়া কিংবা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার) ভয় থাকেনা বরং সে এটার উপর খুশি ও সন্তুষ্ট যে, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে এ নিয়ামত দান করেছেন, এতে আমার নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্য নেই। এটাও "আত্মগৌরব" নয়। এছাড়া এ ক্ষেত্রে তৃতীয় একটি প্রকার রয়েছে যা আত্মগৌরবের অন্তর্ভূক্ত তা হচ্ছে তার এ গুনের বিনাশ (তথা কমে যাওয়া বা ধ্বংস হওয়ার) ভয় থাকেনা বরং সে এটার উপর আনন্দ ও সন্তুষ্ট হয়ে যায়, আর তার এ আনন্দের কারণ হচ্ছে যে, এ গুণ, নিয়ামত, মঙ্গল ও সম্মান প্রাপ্তি, সে এজন্য খুশি হয়না যে, এসব আল্লাহ্ তাআলার দয়া ও নিয়ামত বরং তার (আত্মগৌরবের অধিকারী ব্যক্তি) খুশি এ কারণে হয়ে থাকে, সে এসব বিষয়কে নিজস্ব গুন ও স্বয়ং নিজের শ্রেষ্টত্ব মনে করে, এসব কিছুকে আল্লাহ্ তাআলার দান ও দয়া হিসেবে কল্পনাই করেনা। (ইহয়াউল উলূম, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৫৪)

আমি দ্বীনের অনেক খিদমত করে থাকি!

অনেক সময় মানুষ প্রকাশ্য ভাল আমল করে থাকে কিন্তু সেটা তার জন্য মঙ্গলজনক হয়না কেননা শয়তানের হাতিয়ার তার উপর কার্যকরী হওয়াতে সে এসবের অহংকার করতে থাকে যে, আমি অনেক সৎ কাজ করি, দ্বীনের অনেক খিদমত করে থাকি, আমি এটা করেছি ওটা করেছি অথচ সে এটা ভূলে বসে এসব কাজের তাওফিক আমাকে আমার আল্লাহ্ তাআলা দিয়েছেন, এমন অহংকারী লোকদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যাওয়া উচিত কেননা পারা ১৬, সুরা কাহাফ এর ১০৪ নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন:

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ﴿۱۰۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তারা এ ধারণায় রয়েছে যে, তারা সৎ কাজ করেছে।

এ আয়াতে করীমার টীকায় প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এটা দ্বারা বুঝা গেল যে, পাপীষ্ঠ লোকের চেয়ে হতভাগা ঐ নেককার বান্দা, যে কষ্ট সহ্য করে নেকীর কাজ করে কিন্তু সে নেকী তার কোন কাজে আসেনা, সে এ ধোকায় রয়েছে যে, আমি নেককার লোক। আল্লাহ্ তাআলার পানাহ্।

(নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা-৪৮৫)

আমি এটা করেছি! আমি ওটা করেছি!

নিজের আমলকে "কিছু" মনে করা এবং এর উপর অহংকার করা, আত্মপ্রশংসায় পঞ্চমুখ হওয়া "আমি এটা করেছি! আমি ওটা করেছি!" এসব মন্দ গুন, আল্লাহ্ তাআলা পারা ২৭, সুরাতুন নজমের ৩২ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ فَلَا تُزَكُّوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ﴿۳۲﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তিনি তোমাদের খুব ভালভাবে জানেন। তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যখন তোমরা আপন মায়ের গর্ভের মধ্যে ভ্রূণরূপে ছিলে। সুতরাং নিজেরা নিজেদেরকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন বলো না, তিনি ভালভাবে জানেন যারা খোদাভীরু।

এ আয়াতে করীমার টীকায় প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এ আয়াত ঐসব

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

লোক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা নিজের আমলের উপর অহংকার করতেন এবং অহংকার মূলক ভঙ্গিতে বলতেন আমার নামায এমন ! আমার রোযা এমন! আমি এরকম! তারই (অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা) অবগত হওয়া যথেষ্ট, তোমার নিজের তাক্বওয়া ও পবিত্রতা মানুষের নিকট কেন বলে বেড়াচ্ছ! মজা তো তখনই যখন বান্দা বলে: "আমি গুনাহগার" আল্লাহ্ তাআলা বলেন: সে পরহিযগার! যেমন আবূ বকর সিদ্দীক্ব رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ!

(নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা- ৮৪১-৮৪২)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ইবনে জুরাইজ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: এর অর্থ হচ্ছে যে, যখন তোমরা ভাল আমল কর, তখন এটা বলোনা: **"আমি আমল করেছি।"**

(ইহ্‌ইয়াউল উলূম, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৫২)

আত্মগৌরবের নিন্দায় বুযুর্গানে দ্বীনের ৫টি বাণী

(১) উম্মূল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হলো মানুষ কখন গুনাহগার হয়? তিনি বলেন: "যখন তার এ ধারনা হয় যে, আমি নেককার অর্থাৎ সৎলোক।" (ইহ্‌ইয়াউল উলূম, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৫২)

(২) প্রসিদ্ধ তাবেঈ হযরত সায়্যিদুনা যায়দ ইবনে আসলাম رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: নিজেকে নিজে নেককার মনে করোনা কেননা এটা আত্মগৌরব। (প্রাগুক্ত)

(৩) হযরত সায়্যিদুনা মুতাররিফ رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: আমি সারারাত ইবাদত করবো এবং সকালে আত্মগৌরবের স্বীকার হবো অর্থাৎ এ ধারনার বশির্ভূত হবো যে, আমি তো বড় নেককার লোক, এর চাইতে উত্তম

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

এটাই যে, সারারাত ঘুমাব আর সকালে রাতে ইবাদত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে আফসোস করবো। (প্রাগুক্ত)

﴾৪﴿ হযরত সায়্যিদুনা বিশ্‌র ইবনে মানসূর رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ ঐ সমস্ত লোকের অন্তর্ভূক্ত যাদেরকে দেখলে, আল্লাহ্ তাআলা ও আখিরাতের কথা স্মরণ হয়। কেননা তিনি নিয়মিত ইবাদত করতেন। একদিন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ নামায পড়ছিলেন, একব্যাক্তি পিছনে দাঁড়িয়ে তা দেখছিলেন, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ সালাম ফিরিয়ে আল্লাহ্ তাআলার ভয়ে অস্থির হয়ে, আত্মগৌরব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, বিনয় প্রকাশার্থে বললেন: তুমি যা দেখেছ তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই কেননা অভিশপ্ত শয়তান ফিরিশতাদের সাথে দীর্ঘকাল আল্লাহ্ তাআলার ইবাদত করেছে অতঃপর তার কি পরিণতি হয়েছে তা কারো নিকট অজানা নয়। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৫৩)

﴾৫﴿ হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: নেককাজের তাওফিক আল্লাহ্ তাআলার নিয়ামত সমূহ থেকে একটি নিয়ামত এবং তার দান সমূহ থেকে একটি দান। কিন্তু আত্মগৌরবের কারণেই নির্বোধ লোকেরা নিজের প্রশংসা করে, স্বচ্ছতা প্রকাশ করে আর সে যখন আপন মতামত, আমল ও বুদ্ধির উপর অহংকার করে তখন উপকার অর্জন, পরামর্শ নেওয়া ও জিজ্ঞাসাবাদ করা থেকে বিরত থাকে, আর এভাবেই নিজের এবং নিজের মতামতের উপর ভরসা করে। (যেমন বলে থাকে, আমার জ্ঞান বুদ্ধি আছে, অপরের কাছ থেকে পরামর্শ নেয়ার কি প্রয়োজন!) (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮২২) তিনি আরো বলেন: ইবাদতকারীকে তার ইবাদতের উপর, আলিমকে তার ইলমের উপর, সুশ্রী লোককে আপন রূপ, সৌন্দর্যের উপর এবং বিত্তবানদের আপন সম্পদের উপর অহংকার করার কোন অধিকার নেই, কেননা সবকিছু আল্লাহ্ তাআলারই অনুগ্রহ ও দয়া। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৮৩৬) অর্থাৎ মেধা শক্তি, চিকিৎসা করার যোগ্যতা, সুকণ্ঠ ও সুন্দর বয়ান ইত্যাদি

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

নিয়ামত সহ যে যা কিছু পেয়েছে এতে বান্দার কোন বৈশিষ্ট্য নেই, যা দিয়েছেন যতটুকু দিয়েছেন সব আল্লাহ্ তাআলাই দিয়েছেন।

আত্মগৌরবের প্রতিকার

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম আবূ হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان (মুত্তাক্বী, পরহিযগার এবং সত্যনিষ্ঠ ও ইখলাসের নমূনা হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাআলার ভয়ের কারণে) আকাঙ্খা করতেন, আহ! তাঁরা যদি মাটি, ঘাস কিংবা পাখি হতেন। (যাতে ঈমানহারা হয়ে মৃত্যু, কবর ও আখিরাতের আযাব থেকে নির্ভয় হয়ে যেতেন) সুতরাং যখন সাহাবায়ে কিরামদের এ অবস্থা ছিল তবে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি কিভাবে নিজের আমলের উপর অহংকার কিংবা গর্ব করতে পারে এবং কিভাবে নিজের নফসের ব্যাপারে নির্ভয় থাকতে পারে! সুতরাং এটাই (সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এর ভয় ও তাদের বিনয়ের কথা মনে রাখা) **আত্মগৌরবের প্রতিকার** এবং এর দ্বারা সেটার অস্তিত্ব গোড়া থেকেই একেবারে উৎপাটন হয়ে যাবে। এছাড়া যখন এ বিষয়টা (অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এর ভয় সন্ত্রস্ত হওয়ার ধরন) অন্তরে প্রাধান্য পায় তবে নিয়ামত ছিনিয়ে নেয়ার ভয় তাকে অহংকার (অর্থাৎ নিজেকে কিছু মনে করা) থেকে রক্ষা করে বরং সে যখন কোন কাফির বা ফাসিকের প্রতি দৃষ্টিপাত করে কোন ভূল করা ছাড়াই যখন এদেরকে (অর্থাৎ কাফিরগণ) ঈমান থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছে এবং তাদেরকে (অর্থাৎ ফাসিকগণ) আনুগত্য ও অনুকরণ করা থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছে তখন সে (অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামদের ভয়কে স্মরণকারী ব্যক্তি) নিজের ব্যাপারে ভীত হয়ে এ বিষয়টা বুঝে নেয় যে, আল্লাহ্ তাআলার স্বত্তা অমুখাপেক্ষী, তিনি চাইলে কাউকে অপরাধ না থাকা সত্ত্বেও বঞ্চিত করে দেন, যাকে চান কোন ওসীলা ব্যতিত দান করেন। মুখাপেক্ষিহীন আল্লাহ্ তাআলা আপন প্রদত্ত নিয়ামত চিনিয়েও নিতে পারেন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

কত ঈমানদার مَعَاذَالله (আল্লাহ্র পানাহ্!) মুরতাদ হয়ে গেছে, অগণিত পরহিযগার ও আনুগত্যশীল বান্দা ফাসিক্ব হয়ে গেছে এবং এদের শেষ পরিণতি তথা মৃত্যু ভাল অবস্থায় হয়নি। এধরনের চিন্তা ভাবনা দ্বারা **আত্মগৌরবের** অবসান হয়ে যাবে। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৫৮)

হুব্বে জাহ ও খোদ পসন্দি কী মিটা দে আদতীঁ
ইয়া ইলাহী! বাগে জান্নাত কী আতা কর রাহাতীঁ

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইখলাস

প্রিয় মাদানী সন্তান! স্মরণ রাখবেন! এটাও শয়তানের এক বড় ও মন্দ হাতিয়ার যে, মানুষকে (নিজের ব্যাপারে) এ ভালধারনার বশবর্তী করে দেয় যে, আমি খুব ভাল মানুষ এবং ইসলামের অনেক খিদমত করেছি। শয়তানের এ আক্রমনকে প্রতিহত করতে ব্যস এ মনমানসিকতা তৈরী করে নিন যে, নিজ গুনে এ পর্যন্ত না কোন দ্বীনের কাজ করেছি, না কোন ভাল আমল, আমি কিছুই নই, আমি সবচেয়ে মন্দ ব্যক্তি। এছাড়া আল্লাহ্ তাআলার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে যদি কোন নেক কাজ করার সুযোগ হয়েও যায় তবে সেটাকে ইখলাসের অলংকার দিয়ে সুসজ্জিত করে নিন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাদকায় আপনাকে এবং আপনার সাদকায় আমি গুনাহগারদের ছরদারকে আপন মুখলিস বান্দা বানিয়ে দিন। **ফরমানে মুস্তাফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : যে বান্দা চল্লিশ দিন পর্যন্ত একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য আমল করে, আল্লাহ্ তাআলা হিকমতের ফোয়ারা তার অন্তর থেকে তার মুখে প্রকাশ করে দেন।

(আত্ তারগীব ওয়াত্ তরহীব, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৪, হাদীস নং-১৩)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

ইখলাসের পাঁচটি সংজ্ঞা

- কেবল আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমল করা এবং কোন সৃষ্টিকে খুশি করা কিংবা আপন প্রবৃত্তির কোন চাহিদাকে এতে স্থান না দেয়া।
- হযরত আল্লামা আব্দুল গণী নাবলূসী হানাফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেন: ইখলাস ঐ বিষয়কে বলা হয়, যে বান্দা আমল দ্বারা শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য অর্জনের ইচ্ছা পোষণ করা, কোন প্রকারের দুনিয়ার উপকার অর্জনের উদ্দেশ্য না থাকা। (আল হাদীক্বাতুন নাদীয়্যাহ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৬৪২)
- হযরত সায়্যিদুনা হুযায়ফা মারআশী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: ইখলাস ঐ বিষয়কে বলা হয়, বান্দার আমল প্রকাশ্য ও গোপনে (একাকী ও মানুষের সামনে) একই ধরনের হওয়া। (আল মাজমু' লিন নাবাভী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭)
- হযরত সায়্যিদুনা মুহাসেবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: ইখলাস হচ্ছে তাই যার সম্পর্ক আল্লাহ্ তাআলার সাথে এবং সেখান থেকে সৃষ্টির সম্পর্ককে ছিন্ন করা হয়। (ইহয়াউল উলূম, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১১০)
- হযরত সায়্যিদুনা সাহল বিন আব্দুলাহ তুশতারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: “ইখলাস হচ্ছে একাকী কিংবা প্রকাশ্যে (অর্থাৎ একাকী ও মানুষের সামনে) বান্দার চাল চলন ও আচার আচরণ কেবল আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য হওয়া, এতে প্রবৃত্তি, কামনা ও দুনিয়ার কোন অংশিদারিত্ব না থাকা।” (আল মাজমু' লিন নাবাভী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭)

ইখলসের অর্থ “আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য আমল করা”

ইখলাস ইবাদতের প্রাণ; সদরুশ শরীয়াহ্, বদরুত তরীকাহ্, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: ইবাদত যেটাই হোক তাতে ইখলাস একান্ত প্রয়োজন অর্থাৎ কেবল আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য আমল করা আবশ্যক।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ** তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।” (তাবারানী)

লৌকিকতার জন্য আমল সর্বসম্মতিক্রমে হারাম, বরং হাদীসে পাকে রিয়া তথা লৌকিকতাকে শিরকে আসগর অর্থাৎ ছোট শিরক নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইখলাস এমনি একটি বিষয় যার ভিত্তিতে সাওয়াব লিখা হয়, হতে পারে আমল শুদ্ধ হয়নি কিন্তু যখন ইখলাসের সাথে করা হয়েছে তাহলে অবশ্যই সাওয়াবের ভাগিদার হবে উদাহরণ স্বরুপ কেউ অজ্ঞতা বশত নাপাক পানি দিয়ে ওযু করে নামায আদায় করে নিল যদিও এ নামায শুদ্ধ হয়নি কেননা শুদ্ধ হওয়ার জন্য পবিত্রতা শর্ত ছিল, তা পাওয়া যায়নি, কিন্তু সে সৎ নিয়্যত ও ইখলাস সহকারে আদায় করেছে তজ্জন্য সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে অর্থাৎ সে নামাযের জন্য সাওয়াবের ভাগিদার হবে কিন্তু পরে যখন জানতে পারল যে, সে নাপাক পানি দিয়ে ওযু করেছিল তাই নামায হয়নি এবং তার দায়িত্বে শরীয়তের যে দাবী তা পূরণ করা হলোনা, তা নিয়ামানুযায়ী পুণর্বহাল রইল, পূণরায় তা আদায় করতে হবে।”

(বাহারে শরীয়ত, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৬৩৬)

ইখলাস হচ্ছে “নিজ আমলের প্রশংসা” অপছন্দ করা

যার মন-মানসিকতা এটা হয় যে, আমি অনেক ইলমে দ্বীন অর্জন করেছি, ইলমে দ্বীন অর্জনকালীন পরীক্ষা সমূহের ফলাফল অন্যদের তুলনায় উত্তম হয়েছে, অনেক বেশি ইসলামের কাজ করেছি, কিতাব রচনা করেছি, অমুক অমুক নেক আমল সমূহ করেছি, দা’ওয়াতে ইসলামীর সুন্নত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলা সমূহে এত দীর্ঘ সময় সফর করেছি, আমার প্রশংসা ও উৎসাহ প্রদান হওয়া চাই, আমাকে উপহার ও পুরষ্কার দেয়া উচিত। **শয়তানের এ হাতিয়ারকে** প্রতিহত করে এ ঘটনা থেকে উপদেশ গ্রহণ করুন, যেমন; হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর নিকট হাওয়ারীগণ আরয করলো: কার আমল একনিষ্ঠ? বললেন: “যে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য আমল করে এবং তার এ আমলের কেউ প্রশংসা করুক সেটা তার নিকট পছন্দ নয়।” (ইহ্‌ইয়াউল উলূম, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১১০)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

ইখলাস সম্পর্কিত বুযুর্গানে দ্বীনের ৫টি বাণী

❋হযরত সায়্যিদুনা ইয়াকুব মাকফুফ رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: ‘মুখলিস ঐ ব্যক্তি যে নিজের নেক আমলকে এভাবে গোপন রাখে, যেভাবে গুনাহকে গোপন রাখে।’ (ইহ্‌ইয়াউল উলূম, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১০৫)

❋ হযরত সায়্যিদুনা সিররী সাক্‌তী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: ‘যদি তুমি ইখলাসের সাথে একাকীভাবে দুই রাকাআত নামায আদায় করো তবে এ বিষয়টি তোমার জন্য ৭০কিংবা ৭০০টি হাদীস উত্তম সনদ সহকারে লিখার চেয়ে উত্তম।’ (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১০৬) **নবী করীম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “মানুষের এমন স্থানে নফল নামায আদায় করা যেখানে লোকেরা তাকে দেখতে না পায়, (এমন নামায) মানুষের সামনে আদায়কৃত ২৫ নামাযের সমপরিমাণ।” (জামেউল জাওয়ামি, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৮৩, হাদীস নং-১৩৬২০)

❋ জনৈক বুযুর্গের বাণী হচ্ছে: ‘এক মুহুর্তের ইখলাস স্থায়ী মুক্তির উপায়, কিন্তু ইখলাস খুবই দূর্লভ।’ (ইহ্‌ইয়াউল উলূম, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১১৬)

❋ হযরত সায়্যিদুনা খাওয়াস رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: ‘যে ব্যক্তি নেতৃত্বের (অর্থাৎ ক্ষমতা ও অন্যের উপর প্রতিপত্তি) সুধা পান করেছে, সে ইবাদত বন্দেগীর ইখলাস থেকে বের হয়ে যায়।’ (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১১০)

❋ হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: ‘লোক লজ্জায় আমল ত্যাগ করা রিয়া, আর মানুষকে দেখানোর জন্য আমল করা শিরক (অর্থাৎ ছোট শিরক)।’ (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১১০)

তিনটি করুনা তিনটি বঞ্চনা

কতিপয় বুযুর্গানে কিরাম বলেন: ‘আল্লাহ্ তাআলা যখন কোন বান্দাকে অপছন্দ করেন, তখন তাকে তিনটি বিষয় দান করেন তিনটি বিষয় থেকে বঞ্চিত করেন; (১) তাকে নেক বান্দদের সঙ্গ অবলম্বনের সুযোগ দান করেন, কিন্তু ঐ বান্দা তাঁর কোন কথা গ্রহণ করেনা।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

(২) তাকে নেক আমলের তাওফিক দান করেন কিন্তু ইখলাস দ্বারা ধন্য করেন না। (৩) তাকে হিকমত প্রদান করা হয় কিন্তু তাকে এর উপকারীতা থেকে বঞ্চিত করা হয়।’ (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১০৬)

ত্রিশ বছরের নামায ক্বাযা করেন

এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: ‘আমি ত্রিশ বছরের নামাযের ক্বাযা আদায় করেছি, এর কারণ হচ্ছে: আমি সর্বদা প্রতি ওয়াক্ত নামায প্রথম কাতারে জামাআতের সাথে আদায় করে আসছি, ত্রিশ বছর পর কোন এক অপরাগতার কারণে আমার দেরী হয়ে গেল, আর দ্বিতীয় কাতারে জায়গা পেলাম, এতে আমার লজ্জাবোধ হল। কেননা লোকেরা আমাকে কি বলবে! এ কল্পনা আসার কারণে আমি বুঝে গেলাম, যখন লোকেরা আমাকে প্রথম কাতারে নামায আদায় করতে দেখত তখন এর দ্বারা আমার আনন্দবোধ হত, আর এ বিষয়টি আমার অন্তরের প্রশান্তির কারণ। (অন্যথায় আমার লজ্জাবোধ হলোই বা কেন, যে লোকেরা আমাকে কি বলবে! যেন আমি ত্রিশ বছর যাবত মানুষকে দেখানোর জন্যই প্রথম কাতারে নামায আদায় করে আসছি!)।’ (ইহ্ইয়াউল উলূম, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১০৮, সংক্ষিপ্তাকারে)

ঘটনা: ‘না সাওয়াব পেল না আযাব’

এক দীর্ঘ রেওয়াতে বর্ণিত রয়েছে: এক বুযুর্গ ইন্তিকালের পর কারো স্বপ্নে এসে বললেন: আমি মানুষের সামনে একটি সদকা দিয়েছিলাম, লোকেরা আমার প্রতি তাকিয়ে দেখাটা আমার পছন্দ হয়েছিল, আমি ইন্তেকালের পর দেখলাম যে, আমি এর সাওয়াবও পেলাম না, এজন্য আমার শাস্তিও হল না। হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান সওরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে এ ঘটনা বর্ণনা করা হলে তিনি বললেন: ‘এটা তো তার ভাল সম্পদ এজন্য শাস্তি দেয়া হয়নি, এটা তো বিশেষ করুনা।’ (ইহ্ইয়াউল উলূম,খন্ড-৫,পৃষ্ঠা-১০৫)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

মুবাল্লিগের উপর শয়তানের আক্রমন

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম আবূ হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: (অনেক বক্তা ও মুবাল্লিগ) এজন্য আনন্দবোধ করেন যে, লোকেরা তাদের কথা মনোযোগ সহকারে শুনে ও মেনে নেয় এবং এসব বক্তা (বা মুবাল্লিগ) বলে বেড়ায় যে আমার খুশির কারণ হচ্ছে, দ্বীনের সাহায্য করাকে আল্লাহ তাআলা আমার জন্য সহজ করে দিয়েছেন। যদি তার (বক্তা বা মুবাল্লিগ) কোন সমসাময়িক বক্তা তার চেয়ে ভাল বয়ান বা ওয়াজ করে এবং লোকেরা তাকে ছেড়ে ঐ (বক্তা বা মুবাল্লিগের) দিকে মনোনিবেশ করে, তবে এ বিষয়টা তার খারাপ লাগে এবং সে পেরেশান হয়ে যায়, যদি (তার মাঝে ইখলাস থাকত এবং) তার বয়ান বা ওয়াজ দ্বীনের খাতিরে হত (এবং তার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন হত) তবে সে আল্লাহ্ তাআলার শুকরিয়া আদায় করত কেননা আল্লাহ্ তাআলা এ কাজ অন্যের উপর সোপর্দ করে দিয়েছেন। এ সুযোগে শয়তান তাকে বলে: তুমি এজন্য দুঃখিত নও যে, লোকেরা তোমাকে ছেড়ে অন্যের দিকে চলে গেছে বরং দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে, তোমার থেকে সাওয়াব হাতছাড়া হয়ে গেছে। কেননা লোকেরা যদি তোমার কথা শুনে উপদেশ অর্জন করত তবে তুমি সাওয়াব পেতে আর তোমার হাত থেকে এ সাওয়াব চলে যাওয়াতে দুঃখবোধ করা ভাল অথচ এ **বেচারার (বক্তা বা মুবাল্লিগের) এটা জানা নেই যে, তবলীগের কাজ নিজের চাইতে উত্তম ব্যক্তির কাছে সোপর্দ করা অধিক সাওয়াব অর্জনের মাধ্যম এবং নিজে একাকী তবলীগ করার চাইতে এভাবে করলে সাওয়াব বেশী পাওয়া যায়।** (ইহ্‌ইয়াউল উলূম,খন্ড-৫,পৃষ্ঠা-১০৫)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

আলিমের দু'রাকাআত মূর্খ ব্যক্তির সারা বছর ইবাদত করার চেয়ে উত্তম

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম আবূ হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ বলেন: 'অন্তরের কলুষতা, শয়তানের ধোকা ও চালবাজি এবং নফস বা প্রবৃত্তির অনিষ্টতা অত্যন্ত সুক্ষ হয়ে থাকে, এজন্যই বলা হয়েছে: "আলিমের দু'রাকাআত মূর্খ ব্যক্তির এক বছরের ইবাদতের চেয়ে উত্তম," আর এর দ্বারা ঐসব আলিম উদ্দেশ্য যারা আমল সমূহের সুক্ষ্ম ও কঠিন আপদ সমূহের ব্যাপারে জ্ঞান রাখে এবং ওসব আপদ সমূহ থেকে নিজের আমলকে পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে। কেননা মূর্খ ব্যক্তির দৃষ্টি প্রকাশ্য ইবাদতের উপর থাকে আর এটার দ্বারাই সে ধোকায় পড়ে যায়।' (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১১২)

ঘটনা: ৬০ বছর কা'বা শরীফের খিদমত

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল আযীয বিন আবী রাওয়াদ رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ বলেন: আমি এ ঘরের (কা'বাতুল্লাহ্ শরীফের) ৬০ বছর খিদমত করে ছিলাম এবং ৬০ বার হজ্জ করেছি। (অতঃপর বিনয়বশত বলেন) কিন্তু আমি আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য যা আমল করেছি সেগুলোর ব্যাপারে যখন আমি নিজের নফসের পর্যালোচনা করলাম (তথা যখন এসব আমলের যাচাই বাচাই করলাম, ইখলাস পরীক্ষা করে দেখলাম তখন এত কম আমল পেলাম যে), শয়তানের অংশ আল্লাহ তাআলার অংশ থেকে বেশী পেলাম। হায় যদি! আমার হিসাব বরাবর হত, যদি আখিরাতে উপকারও না হত ক্ষতিও না হত। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১১৫) ইখলাসের ঘাটতি, আত্মগৌরব ও রিয়া তথা লৌকিকতা শয়তানের অংশ অপরদিকে আমলে ইখলাসের পূর্ণতা হওয়া আল্লাহ তাআলারই অংশ।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (তারগীব তারহীব)

কু-ধারনায় ভরপুর বাক্য সমূহের চিহ্নিত করণ

প্রিয় মাদানী সন্তান! শয়তানের হাতিয়ারকে সনাক্ত করার প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যে আপনি আপনার মেইলের এ বাক্যগুলোর প্রতি একটু ভেবে দেখুন: **কিন্তু বর্তমানে দা'ওয়াতে ইসলামীর যিম্মাদারদের স্নেহ মমতা “কেবল ধনীদের জন্য!........ “যদি আমি ধনী হতাম তবে এমন হতনা।”** এছাড়া চিঠির শেষাংশে প্রদত্ত পংক্তি অনুপযুক্ত হওয়ার কারণে আপন ইসলামী ভাইয়ের প্রতি পরিপূর্ণ বিদ্রুপ, অবজ্ঞা ও অসম্মানজনক হয়েছে। আপনার ই-মেইলে কতিপয় যিম্মাদার সম্পর্কে এ অভিযোগ ও আপত্তি রয়েছে যে, “সমবেদনা জ্ঞাপন করেনি, অমুক সমবেদনা জানিয়ে ফোন করেছে তবে ইছালে সাওয়াব করেনি, অমুক অমুককে ইছালে সাওয়াবের মজলিসে দা'ওয়াত দিয়েছি কিন্তু তারা আসেনি......**কেননা আমি গরীব তাই”** ইত্যাদি। এ ধরনের অভিযোগ ঐ সমস্ত মুসলমানদের জন্য সম্মানহানীকর ও অবজ্ঞামূলক। এর সাথে সংযুক্ত এ শব্দ **“কেননা আমি গরীব তাই”** এতে কুধারনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা এটার দ্বারা পরিষ্কার উদ্দেশ্য প্রকাশ পাচ্ছে, আমি যদি ধনী হতাম তবে আমার কাছে অবশ্যই আসত। এছাড়া মেইলে অনেকের নাম উল্লেখ নেই। তবে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যদ্বারা অনেক যিম্মাদারের নিকট ওসব ইসলামী ভাইকে চিনতে পারার সম্ভাবনা রয়েছে।

কু-ধারনার ধ্বংসলীলা

মেইলে এটা প্রকাশ করা হয়নি যে, আমার এ অভিযোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে, অমুক অমুককে সংশোধন করা হোক, বরং এতে কেবল “আক্রোশ” প্রকাশ করা হয়েছে, এটা যে কুধারনা তা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে। যা শয়তানের অনেক বড় ও মন্দ হাতিয়ার, এ কুধারনা বংশকে উজাড় করে দেয় এবং অনেক ক্ষেত্রে দ্বীনি খিদমতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে একে অপরের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের প্রতি উস্কে দেয়, গীবত, চোগলী, অপবাদ ও

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

মনে কষ্ট প্রদান ইত্যাদি গুনাহের তুফান বয়ে আনে। পার্থিব শান্তি বিনষ্টের পাশাপাশি আখিরাতে ধ্বংসের উপকরণ হয়, আর এভাবেই শয়তানের উদ্দেশ্য সফল হয়। শয়তানের এ ভয়ংকর হাতিয়ার “কু-ধারণা”র ধ্বংলীলা সম্পর্কে কিছু আবেদন পেশ করছি: পারা ২৬, সূরা হুজরাতের ১২ নং আয়াতে মহান আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! অধিক ধারনা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কোন কোন ধারনাতে গুনাহ সংগঠিত হয়।

হযরত আল্লামা আব্দুল্লাহ উমর শীরাযী বায়যাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অধিক ধারনার নিষেধাজ্ঞার হিকমত বর্ণনা করতে গিয়ে ‘তাফসীরে বায়যাভী’তে লিখেন: “যাতে মুসলমানগণ প্রতিটি ধারনার ব্যাপারে সতর্ক হয়ে যায় এবং চিন্তা ভাবনা করে নেয় যে, এটা কোন প্রকারের ধারনার অন্তর্ভূক্ত। (অর্থাৎ ভাল না মন্দ) (তাফসীরে বায়যাভী, খন্ড- ৫, পৃষ্ঠা-২১৮)

এ আয়াতে করীমাতে অনেক ধারনাকে গুনাহ সাব্যস্ত করার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেন: “কেননা কোন ব্যক্তির কাজ দেখতে (অনেক সময়) মন্দ লাগে কিন্তু বাস্তবে সেরূপ নয়, হয়ত এ কাজ সম্পাদনকারী ভূলে করছে কিংবা দর্শক নিজেই ভ্রান্তিতে রয়েছে। (তাফসীরে কবীর, খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-১১০)

কু-ধারনা হারাম

নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (১) “কু-ধারনা থেকে বেঁচে থাক, নিশ্চয় কু-ধারনা নিকৃষ্ট পর্যায়ের মিথ্যা।” (বুখারী শরীফ, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৪২, হাদীস নং-৫১৪৩) (২) “মুসলমানদের রক্ত, সম্পদ ও তাদের প্রতি কু-ধারনা করা (অপর মুসলমানের জন্য) হারাম।” (শুয়াবুল ঈমান, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৯৭, হাদীস নং-৬৭০৬)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

কু-ধারনার সংজ্ঞা

কু-ধারনা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, “কোন প্রমাণ ছাড়া অপরের মন্দ হওয়ার ব্যাপারে অন্তরে নিশ্চিত ধারনা পোষন করা।” (ফয়যুল ক্বাদীর থেকে সংগৃহিত, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১২২, ২৯০১ নং হাদীসের পাদটিকা) কু-ধারনা দ্বারা হিংসা ও বিদ্বেষের মত অভ্যন্তরীন রোগ সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ্র নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ “অর্থাৎ ভাল ধারনা উত্তম ইবাদত”।

(আবূ দাউদ, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৮৭, হাদীস নং- ৪৯৯৩)

খোদায়া আতা করদে রহমত কা পানি
রহে ক্বলব উজালা ধুলে বদগুমানী

কু-ধারনা কেন হারাম

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম আবূ হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: “কু-ধারনা হারাম হওয়ার কারণ হচ্ছে, অন্তরের গোপন রহস্য সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই জানেন, সুতরাং তোমার জন্য কারো সম্পর্কে খারাপ ধারনা রাখা ঐ সময় পর্যন্ত বৈধ নয় যতক্ষণ না তার মন্দ বিষয়টি এভাবে প্রকাশ্যে না দেখবে। যাতে ব্যাখ্যা বিশ্লেষনের অবকাশ না থাকে, ঐ মুহুর্তে তোমাকে অনুন্যপায় হয়ে ঐ বিষয়টিকেই বিশ্বাস করতে হবে যা তুমি জেনেছ এবং দেখেছ। আর যদি তুমি তার মন্দ কাজটি চোখে না দেখ ও কানে না শুন এরপরও যদি তোমার মনে কুধারনা সৃষ্টি হয়, তবে বুঝে নাও এ বিষয়টি তোমার অন্তরে শয়তানই ঢেলে দিয়েছে, ঐসময় তোমার উচিত অন্তরে আগত ঐ ধারনাকে মিথ্যায় পর্যবসিত করে দেয়া, কেননা এটা (কু-ধারনা) মারাত্মক গুনাহ।” তিনি আরো লিখেন: “এমনকি যদি কারো মুখ দিয়ে মদের দূর্গন্ধ আসে, তবে তার উপর শরীয়তের বিধি বিধান কার্যকর করা বৈধ নয়।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

কেননা হতে পারে সে মদের ঢোক নিতেই কুলি করে দিয়েছে কিংবা কেউ তাকে জোর করে মদ পান করিয়ে দিয়েছে, যখন এসব সন্দেহ বিদ্যমান রয়েছে (তাই শরয়ী প্রমাণ ব্যতিত) কেবল অন্তরের ধারনার ভিত্তিতে সত্যায়ন করা এবং ঐ মুসলমানের ব্যাপারে (মদ-পানকারী হওয়ার ব্যপারে) কু-ধারনা করা জায়িয নয়।" (ইহ্‌ইয়াউল উলূম, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৮৬)

কু-ধারনা অনেক বড় ও মন্দ বিপদ, এটা মানুষকে জাহান্নামে পৌঁছিয়ে দিতে পারে, এ বিষয়ে জরুরি বিধি বিধান ও এর প্রতিকার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা "ফরয"।

কু-ধারনার ৭টি প্রতিকার

(১) মুসলমানদের ভাল গুণগুলো দেখুন

মুসলমানদের দোষান্বেষনের পরিবর্তে তাদের ভালগুনগুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখুন, যে তাদের সম্পর্কে ভালধারনা রাখে তার অন্তর প্রশান্তির স্থল আর যার উপর শয়তানের হাতিয়ার কার্যকর হয় এবং সে কু-ধারনার বদ অভ্যাসে লিপ্ত হয়, তার অন্তর হিংস্ররূপ ধারণ করে।

(২) কু-ধারনা আসলে মনোযোগ সরিয়ে ফেলুন

কোন মুসলমানের ব্যাপারে অন্তরে খারাপ ধারনা আসলে, সচেতন হোন, সেটাকে ধিক্কার দিন এবং তার কাজের উপর ভাল ধারনা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করুন। যেমন কোন ইসলামী ভাইকে না'ত কিংবা বয়ান শুনে কান্না করতে দেখে অন্তরে তার ব্যাপারে রিয়াকারীর কু-ধারনা আসলে তৎক্ষণাত ইখলাসের সাথে কান্না করার ব্যাপারে ভালধারনা প্রতিষ্ঠিত করুন। হযরত সায়্যিদুনা মাকহুল দামেশকী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "যখন তুমি কাউকে কান্না করতে দেখ তবে তুমি নিজেও কান্না কর এবং তাকে রিয়াকার মনে করিওনা, আমি একবার কারো ব্যাপারে এরূপ ধারনা করেছিলাম সেজন্যে আমি এক বছর পর্যন্ত কান্না থেকে বঞ্চিত ছিলাম।"

(তাম্বীহুল মুগতাররীন, পৃষ্ঠা-১০৭)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

খোদা! বদগুমানী কী আদত মিটা দে
মুঝে হুসনে জন কা তু আদী বানা দে

(৩) নিজে সৎ হোন যাতে অন্যকেও সৎ মনে হয়

নিজের সংশোধনের চেষ্টা অব্যাহত রাখুন কেননা যে ব্যক্তি নিজে ভাল হয়, সে অপরের ব্যাপারেও ভাল ধারনা রাখে। অপরদিকে যে ব্যক্তি নিজে মন্দ সে অপরকেও মন্দ চোখে দেখে। আরবীতে প্রবাদ রয়েছে: إِذَا سَاءَ فِعْلُ الْمَرْءِ سَاءَتْ ظُنُوْنُهُ অর্থাৎ যখন কারো কাজ মন্দ হয়ে যায় তখন তার ধারনাও মন্দ হয়ে যায়। (ফয়যুল ক্বাদীর, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৫৭) ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রাযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: **“খারাপ ধারনা খারাপ অন্তর থেকেই বের হয়।”** (ফতোওয়ায়ে রযভীয়া, খন্ড-২২, পৃষ্ঠা-৪০০)

মেরা তন সাফা হো মেরা মন সাফা হো
খোদা! হুসনে যন কা খাযানা আত্বা হো

(৪) অসৎ সঙ্গ কু-ধারনা সৃষ্টি করে

অসৎ সঙ্গ থেকে বেঁচে থেকে সৎ সঙ্গ অবলম্বন করুন, যাতে অন্যান্য বরকতের পাশাপাশি কু-ধারনা থেকে বিরত থাকা সহজ হয়। হযরত সায়্যিদুনা বিশর বিন হারিছ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: صُحْبَةُ الْاَشْرَارِ تُوْرِثُ سُوْءَ الظَّنِّ بِالْاَخْيَارِ অর্থাৎ মন্দ লোকের সঙ্গ সৎ লোকের প্রতি কু-ধারনা সৃষ্টি করে। (রিসালায়ে কুশায়রিয়া, পৃষ্ঠা-৩২৭)

বুরী সোহবতোঁ সে বাচা ইয়া ইলাহী
তু নেকো কা সঙ্গী বানা ইয়া ইলাহী

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।” (তাবারানী)

(৫) কারো প্রতি কু-ধারনা আসলে নিজেকে আল্লাহ্ তাআলার শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন

অন্তরে যখন কোন মুসলমানের ব্যাপারে কু-ধারনা সৃষ্টি হয়, সে সময় নিজেকে কু-ধারনার পরিণতি ও আল্লাহ্ তাআলার শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন। পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাইলের ৩৬ নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓىِٕكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا ﴿۳۶﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং ঐ কথার পিছনে পরোনা, যেটা সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নেই। নিশ্চয় কান, চোখ ও হৃদয় এ গুলোর প্রত্যেকটা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।

প্রিয় মাদানী সন্তান! কারো ব্যাপারে কু-ধারনা সৃষ্টি হলে, তখন নিজেকে নিজে এভাবে ভয় প্রদর্শন করুন যে, বড় আযাব তো দুরের কথা আমার অবস্থা তো এই, জাহান্নামের সবচেয়ে হালকা আযাব সহ্য করাও সম্ভব হবেনা। আহ! হালকা আযাবও কতই ভয়ংকর! **বুখারী শরীফে** রয়েছে, হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত: **রাসুলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: দোযখীদের সবচেয়ে হালকা আযাব যাকে দেয়া হবে তাকে জাহান্নামের আগুনের জুতা পরিধান করা হবে যদ্বারা তার মগজ ফুটতে থাকবে।

(বুখারী শরীফ, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৬২, হাদীস নং-৬৫৬১)

জাহান্নাম সে মুঝকো বাচা ইয়া ইলাহী
মুঝে নেক বান্দা বানা ইয়া ইলাহী।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

(৬) কারো ব্যাপারে কু-ধারনা সৃষ্টি হলে, নিজের জন্য দু'আ করুন

যখনই কারো ব্যাপারে কু-ধারনা আসতে থাকে তখনই আপন প্রিয় আল্লাহ্ তাআলার দরবারে এভাবে দু'আ করুন: **ইয়া রব্বে মুস্তাফা** عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! তোমার এ দূর্বল বান্দা দুনিয়া ও আখিরাতের ধ্বংস হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এ কু-ধারনা থেকে নিজের অন্তরকে বাঁচাতে চাই। ইয়া আল্লাহ্! আমাকে শয়তানের ভয়ংকর হাতিয়ার কু-ধারনা থেকে রক্ষা করুন এবং হে আমার প্রিয় আল্লাহ্! আমাকে আপনার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত অন্তর, ক্রন্দনকারী চোখ এবং কম্পমান শরীর দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(৭) যার ব্যাপারে কু-ধারনা আসে, তার কল্যানের জন্য দু'আ করুন

কোন মুসলমানের ব্যাপারে অন্তরে কু-ধারনা আসলে সাথে সাথে তার কল্যানের জন্য দু'আ করুন এবং তার প্রতি ইজ্জত ও সম্মান প্রদর্শন করা বৃদ্ধি করুন। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: যখন তোমার অন্তরে কোন মুসলমানের ব্যাপারে কু-ধারনা আসে, তখন তোমার উচিত তার ব্যাপারে গুরুত্ব (ইজ্জত সম্মান ইত্যাদি) বৃদ্ধি করে দেয়া এবং তার মঙ্গল কামনা করে দু'আ করা, কেননা এ বিষয়টি শয়তানকে রাগান্বিত করে দেয় এবং তাকে (শয়তানকে) দুরে সরিয়ে দেয়, এভাবে শয়তান পুণরায় আপনার অন্তরে কুধারনা সৃষ্টি করতে ভয় করবে কেননা যদি আপনি পুণরায় তাকে গুরুত্ব প্রদান করেন এবং তার মঙ্গল কামনা করে দু'আ করতে মশগুল হয়ে যান। (ইহ্ইয়াউল উলূম, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৮৭) {কু-ধারনা সম্পর্কিত অধিকাংশ বিষয়বস্তু মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত উর্দূ রিসালা "**বদগুমানী**" (৫৬ পৃষ্ঠা) থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, এ রিসালা সম্পূর্ণ পাঠ করলে অনেক উপকারে আসবে।}

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

মুঝে গীবত ও চুগলী ও বদগুমানী
কি আফাত সে তু বাচা ইয়া ইলাহী। (ওয়াসায়িলে বখশিশ পৃষ্ঠা-৮০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

যে ব্যক্তি লিখতে ভূল করে, না জানি বলতে কি বলে!

সাধারণতঃ মানুষ অনেক চিন্তা ভাবনা করে চিঠি লিখে থাকে, লিখার পর কাট সংশোধন সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে হৃদয়গ্রাহী করে তোলে যাতে কোন ভূল লিখনি যেন কারো হাতে গিয়ে না পৌঁছে। অতএব এত সতর্কতা অবলম্বন করার পরও যার উপর শয়তানের হাতিয়ার কার্যকর হয় এবং সে অসতর্কমূলক ও গুনাহপূর্ণ বাক্য লিখে নেয়, আল্লাহ্ই ভাল জানেন যখন সে কথা বলতে শুরু করে তখন মুখ থেকে কি কি বের হয়ে যায়।

কু-ধারনার ব্যাপারে আ'লা হযরতের ফতোয়া

কু-ধারনা সম্পর্কিত **"ফতোওয়ায়ে রযভীয়া"** থেকে সংক্ষেপিত প্রশ্নোত্তর লক্ষ্য করুন:

প্রশ্ন: যায়েদ বলল আজকাল গর্ব ও অহংকার এবং বাহ্! বাহ্! পাওয়ার উদ্দেশ্যে দা'ওয়াত দেওয়া হয় তাই সে (অর্থাৎ যায়েদ) কোন দা'ওয়াতে যায়না।

উত্তর: দা'ওয়াত গ্রহণ করা সুন্নত-----আর এখন যে একজন মুসলমানের ব্যাপারে প্রমাণ ছাড়া এ ধারনা করা যে, তার নিয়্যত হচ্ছে রিয়া তথা লৌকিকতা, অহংকার ও সুনাম অর্জন এটা তো অকাট্য হারাম। অনির্দিষ্ট ব্যক্তির ব্যাপারে যে হুকুম তা কোন নির্দিষ্ট মুসলমানের ব্যাপারে মনে করা বদগুমানী তথা কু-ধারনা, যতক্ষণ না কোন সুস্পষ্ট আলামত পাওয়া না যায় আর কু-ধারনা করা হারাম।

(ফতোওয়ায়ে রযভীয়া থেকে সংক্ষেপিত, খন্ড-২১, পৃষ্ঠা- ৬৭২-৬৭৩)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

জানাযার নামায ও ইছালে সাওয়াবের ব্যাপারে অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষাকারী মাদানী ফুল

এ মাসআলা হৃদয়ে গেঁথে নিন: (১) মুসলমানের জানাযার নামায ফরযে কেফায়া যেসব লোকের নিকট সংবাদ পৌঁছল, তাদের মধ্যে কতিপয় লোক আদায় করলে, তবে ফরয আদায় হয়ে গেল এবার যারা উপস্থিত হলনা তারা গুনাহগার নয়, আর তাদের না আসার ব্যাপারে কু-ধারনা করা অবশ্যই গুনাহ, তাদের বিরোধিতা কখনো বৈধ নয়। (২) সমবেদনা জ্ঞাপন করা সুন্নত, ইছালে সাওয়াব কিংবা সেটার মজলিসে অংশগ্রহণ করা মুস্তাহাব। সংবাদ পাওয়ার পরও যদি কেউ সমবেদনা কিংবা মজলিসে অংশগ্রহণ না করে, তবে শরীয়ত মোতাবেক সে গুনাহগার নয়, তার প্রতি অপবাদ আরোপকারী, গীবত, কু-ধারনাকারী এবং তার সমালোচনাকারী অবশ্যই গুনাহগার ও জাহান্নামের আযাবের উপযুক্ত। বাস্তবতা তো এটাই যে, মনে করুন মজলিসে অংশগ্রহণ না করা গুনাহও হয় তবুও মুসলমানের দোষত্রুটি গোপন রাখার আদেশ রয়েছে, আর যখন গুনাহই হয়নি তবে তিরস্কার মূলক কথা বলা কোথাকার নেকী! মনে রাখবেন! **নবী করীম** صَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: প্রত্যেক মুসলমানের ইজ্জত, সম্পদ ও প্রাণ অপর মুসলমানের জন্য হারাম।

(তিরমিযী, খন্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ৩৭২, হাদীস নং- ১৯৩৪)

অন্যের মন খুশি না করার দু’টি ক্ষতি

অবশ্য সামাজিকতার দাবী হচ্ছে, পরিচিত কারো উপর বিপদাপদ আসলে মানবিকতার কারণে তাদের কাছে যাওয়া উচিত। দুঃখী মানুষের মন খুশি থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখাতে দু’টি স্পষ্ট ক্ষতির দিক রয়েছে: (১) নিজে সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়া, (২) ঐ দুঃখী ইসলামী ভাইয়ের অন্তরে কুমন্ত্রনা আসা ও তার মাদানী পরিবেশ থেকে দুরে সরে যাওয়ার আশংকা।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

বিশেষ ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা

মসজিদ কিংবা মাদরাসা বা ফয়যানে মদীনা নির্মাণ সহ অন্যান্য মাদানী কাজে মাদানী আতিয়্যাত তথা চাঁদা আদায়ের উদ্দেশ্যে কোন বিত্তশালীকে ছোট যিম্মাদার বড় যিম্মাদারের মাধ্যমে ফোনে কথাবার্তা কিংবা সাক্ষাতের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া নিঃসন্দেহে সাওয়াবের কাজ এবং ভাল নিয়্যতের ভিত্তিতে করলে অবশ্যই জান্নাতের অধিকারী, এধরনের নেকীর মহান মাদানী কাজের সমালোচনা ও অভিযোগ কোন অবস্থাতেই ঠিক নয়। এমন আচরণকারী যিম্মাদারের প্রতি বিত্তবানদের চাটুকার ও তোষামোদের কুধারনা করা হারাম ও জাহান্নামে নিক্ষেপকারী কাজ, বরং কেউ বিনা কারণে বিত্তবানদের সাথে সম্পর্ক রাখাতে কোন অসুবিধা নেই যদি শরীয়তের কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে। অবশ্য দুনিয়াদারদের সঙ্গ অবলম্বন, বিনা উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব করার মধ্যে কল্যাণের সম্ভাবনা কম এবং ক্ষতির পরিমান অত্যাধিক, বিশেষত ওলামা, পরহিযগার ও মুবাল্লিগদেরকে এসব থেকে বেঁচে থাকাই যুক্তিযুক্ত যাতে মানুষ কুধারনার গুনাহে লিপ্ত হতে না পারে।

বিশেষ ব্যক্তিবর্গের সমবেদনা জ্ঞাপন করা কি পরকালীন সৌভাগ্য অর্জনের কারণ?

একান্ত ক্ষমাপ্রার্থনা সহকারে আরয করছি, আপনার মেইল অনুযায়ী আপনার আম্মাজানের ইন্তেকালে সমবেদনা জানানোর জন্যও তো বড় বড় ব্যক্তিবর্গের আগমন হয়েছিল! দৃশ্যত এসব কিছু যোগাযোগ করা ব্যতিত হয়না বরং অনেক সময় বড় ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে সমবেদনা জ্ঞাপনের "সৌভাগ্য" পাওয়ার জন্য অনেক সময় সুপারিশ ও বিভিন্ন ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হয়! অবশ্য মাদানী ব্যক্তিত্ব তথা ওলামা ও নেককার লোকদের শুভাগমণ নিঃসন্দেহে উভয় জগতের সাফল্যের মাধ্যম। পার্থিব অফিসারদের অফিসার দ্বারা মৃত ব্যক্তিদের উত্তরাধিকারদের বাহ্! বাহ্!

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

তো হতে পারে কিন্তু যে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে আখিরাতে তাদের কি উপকার পৌঁছতে পারে! পদের কারণে এধরনের লোকদের আগমনের আকাঙ্খা এবং আসলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে অন্যদের বলতে থাকা যে, আমাদের ঘরে অমুক অমুক অফিসার ও নেতা সমবেদনা জ্ঞাপন করার জন্য এসেছিল! বিশ্বাস করুন এসব আচরণে সম্মান ও সুখ্যাতি কে ভালবাসার আশংকা পূর্ণরূপে বিদ্যমান রয়েছে। যা হোক পার্থিব ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী, তাদের সাথে ফোনে আলাপকারী, যারা ফোনে যোগাযোগ করিয়ে দেয়, তাদের নিয়্যত তাদের সাথে আমরা অন্তরের উপর হুকুম জারী করার কে! আমাদের উচিত তাদের ব্যাপারে ভাল ধারনা রাখা, মুসলমানদের কর্মসমূহের প্রতি উত্তম ধারনা আবশ্যক, আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীনো মিলাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রেযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মুসলমানদের কর্মসমূহের প্রতি যতটুকু সম্ভব ভাল ধারনা করা ওয়াজিব এবং কুধারণা রিয়া থেকে কম হারাম নয়। (ফাতাওয়ায়ে রাযাভীয়া, খন্ড- ৫, পৃষ্ঠা- ৩২৪) আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এক অন্য জায়গায় ইরশাদ ফরমান: মুসলমানদের অবস্থানকে যথাসম্ভব কল্যানকর মনে করা (অর্থাৎ ভাল ধারনা করা) ওয়াজিব। (প্রাগুক্ত- ১৯, পৃষ্ঠা- ৬৯১)

অঙ্গিকার করে না আসা লোকদের ব্যাপারে ভালধারনা

অঙ্গিকার করার পরও যদি কেউ ইছালে সাওয়াবের মজলিসে না আসে, তবে তার প্রতি সুধারনাই রাখা চাই কেননা হয়ত ভূলে গেছে, নতুবা কোন অপারগতার সম্মূখিন হয়েছে। যদি অঙ্গিকার করার পর স্মরণ থাকা সত্ত্বেও না আসে এরপরেও কুধারনা করার কোন সুযোগ নেই। ওয়াদা খেলাপি তথা অঙ্গিকার ভঙ্গ করার সংজ্ঞা হচ্ছে "ওয়াদা করার সময়ই নিয়্যত করে নেয়া যে, আমি যা বলছি তা করবোনা।" সুতরাং যদি পরে ইচ্ছার পরিবর্তন হয়ে যায় তবুও অঙ্গিকার ভঙ্গকারী নয়। বুঝা গেল, ওয়াদা করার পর মজলিসে অংশগ্রহণ না করার ব্যাপারে ভালধারনা রাখার দিকই বর্তমান রয়েছে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

নিজের কথা রক্ষা করা চাই

অবশ্য সম্মতি প্রদানকারীর জন্য যথাসম্ভব কথা রক্ষা করা উচিত যাতে মানুষ কুধারনার শিকার না হয় এবং বদগুমানী, অপবাদ, দোষন্বেষন ও গীবতের দ্বার যেন উন্মুক্ত হয়ে না যায়। বিশেষত কারো ইন্তেকালে সকল ইসলামী ভাইদের জানাযাতে অংশ গ্রহণ এবং সমবেদনা জ্ঞাপন এছাড়া ইছালে সাওয়াবের মজলিসে উপস্থিত হয়ে সাওয়াবের ভাগিদার হওয়া উচিত, এভাবে গুনাহের দরজা বন্ধ ও ভালবাসার বন্ধন শক্ত হয়। আ’লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীনো মিলাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রেযা খান رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ ফতোওয়ায়ে রাযাভিয়া, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা- ৯৮ ও ৯৯ নকল করেন: হাদীসে পাকে রয়েছে: আল্লাহ্ তাআলার উপর ঈমান আনয়ন করার পর সবচেয়ে বড় বুদ্ধিমত্তা হচ্ছে মানুষের সাথে ভালবাসার সম্পর্ক রাখা। (শুয়াবুল ঈমান, খন্ড- ৬, পৃষ্ঠা- ২৫৫, হাদীস নং- ৮০৬১) অপর এক সহীহ হাদীসে রয়েছে: **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: بَشِّرُوْا وَ لَا تُنَفِّرُوْا অর্থাৎ “ভালবাসার প্রসার কর, ঘৃনা প্রসার করোনা।”

(বুখারী শরীফ, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা- ৪২, হাদীস নং- ৬৯)

সাবধান! অনর্থক বিশ্লেষন যেন গুনাহের দিকে টেলে না দেয়

প্রিয় মাদানী সন্তান! শয়তানের হাতিয়ার থেকে সাবধান! এ পরিস্থিতিতে অভিশপ্ত শয়তান মানুষকে খুব উস্কানি দেয়, উপদেশ প্রদানকারীর বিরোধিতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং অন্তরে কুমন্ত্রনা সৃষ্টি করে যে, মিথ্যা বানোয়াট আকারে এটা সেটা বলে দাও যেমন আমার নিয়্যত এটা ছিলনা, আমার উদ্দেশ্য ওটা ছিলনা, আমার ইচ্ছা তো এটা ছিল ইত্যাদি। এ ছাড়া এ কুমন্ত্রনা দেয় যে, দেখ এ রকম যদি না কর তবে তোমার সম্মান নষ্ট হবে। আফসোস! শয়তানের ধোকার কারণে অনেক সময় নিজের ভূল হওয়া সত্বেও মিথ্যা বানোয়াট বিশ্লেষণ শুরু করে। অবশ্য বিবেকের ডাকে সঠিক বিশ্লেষণ করা যেতে পারে বরং কখনো কখনো এমন করাটা আবশ্যক হয়ে পড়ে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

তাওবা করে নাও আল্লাহ্র রহমত অনেক বড়

প্রিয় মাদানী সন্তান! আমার উপর রাগ করবেন না! দেখুন না! চিকিৎসার জন্য রোগীকে তিক্ত ঔষধ ও ইঞ্জেকশন ছাড়াও প্রয়োজনে অস্ত্রোপাচারের (operation) কষ্টও সহ্য করতে হয়। যেহেতু এতে রোগীর নিজের কল্যাণ রয়েছে তাই সে অসন্তুষ্ট হওয়ার পরিবর্তে মোটা অংকের অর্থ খরচের সাথে সাথে ডাক্তারের প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রদর্শন করে। আমি সাহস করে শয়তানের কতিপয় হাতিয়ারকে আপনার নিকট প্রকাশ করে আপনার কতিপয় রোগকে সনাক্ত করে চিকিৎসামূলক কিছু মাদানী ফুল পেশ করলাম আশা করি আপনি সহ অন্য যেসব ইসলামী ভাইদের কাছে এ মাদানী ফুল পৌঁছবে তাদের জন্য اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلّ দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যান বরং অতি কল্যাণময় হবে। যা হোক আমি আপনার মেইলকে সামনে রেখে নিজের অনুভূতি অনুযায়ী যা কিছু আবেদন করেছি তা যদি আপনার বিবেক গ্রহণ করে এবং নিজের ভিতর অনুশোচনাবোধ হয় তবে আপন মেইলে যে বাক্যের মধ্যে গুনাহ দেখবেন তা থেকে তাওবা করে নিন, এছাড়া যেসব ইসলামী ভাইয়ের মনে আঘাত দিয়েছেন বলে মনে করছেন এ ক্ষেত্রে তাওবার সাথে সাথে তাদের থেকে ক্ষমাও চেয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করুন, এতেই দুনিয়া আখিরাতের কল্যাণ রয়েছে।

হে ফালাহ ও কামরানী নরমী ও আসানী মে
হার বানা কাম বিগড় জাতা নাদানী মে
ডূব সেকতী হী নেহী মওজু কী তুগয়ানী মে
জিসকী কিশতী হো মুহাম্মদ ﷺ নিগাহবানী মে

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

প্রত্যেক দা’ওয়াতে ইসলামী ওয়ালা আমার প্রিয়

আল্লাহ্ তাআলার রহমত ও **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভদৃষ্টির বদৌলতে **দা’ওয়াতে ইসলামী**র বাগান ফুল ও ফলে ভরপুর হচ্ছে। যেভাবে পিতার নিকট সকল সন্তান এবং মালির নিকট বাগানের সকল ফুল প্রিয় হয়ে থাকে অনুরূপভাবে **দা’ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিটি ইসলামী ভাই আমার প্রিয়, চাই সে মাদানী কাজ বেশী করুক বা কম করুক। অবশ্যই নিজের উপার্জনকারী সন্তানকে সবার কাছে বেশী প্রিয় মনে হয় কিন্তু সন্তান নিষ্কর্মা হলেও পিতা নষ্ট হতে দেয়না। আমি প্রত্যেক **দা’ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালা ও ওয়ালীর জন্য দু’আ করি, এরা সব আমার বাগানের ফল-ফুল ও ফুলের কলি, তাদের দ্বারাই আত্তারের বাগানে মাদানী বাহার তথা বসন্ত বিরাজমান। আল্লাহ্ তাআলা মদীনার সদা প্রস্ফুটিত ফুলের সাদকায় আমার ফুলসমূহকে সদা হাস্যোজ্জ্বল রাখুন। হে আল্লাহ্! তাদের সাথে সাথে তাদের বংশধরও **দা’ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জন করতে থাকুক এবং এদের সকলেরই বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক, এ দোআ আমি গুনাহগারের হকের উপরও কবুল হোক।

اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মাদানী কাজ সম্পাদনকারী আমার খুব প্রিয়

দা’ওয়াতে ইসলামীর কর্মঠ যিম্মাদারগণ ও মুবাল্লিগগণ আমার “উপার্জনকারী সন্তান।” এরা আমার খুবই প্রিয়, তাদের বিরোধিতা করলে আমার খুব কষ্ট হয়। আমি যখনই কোন হালকা, এলাকা, শহর বা কোন দেশের ইসলামী ভাইদের মনোমালিন্যের কথা শুনি তখন খুব ব্যথিত হয়ে যাই, কেননা এরা এত সুন্দর মাদানী কাজের আঞ্জাম দিতে দিতে কোথায় এসে পা রাখল! কখনো এমন যেন না হয় যে, তাদের অসাবধানতামূলক

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

আচরণ দ্বারা শয়তান ফায়দা হাসিল করে তাদেরকে নেক ও সুন্নতে ভরা মাদানী পরিবেশ থেকে দুর করে দিবে এবং দ্বীনের মাদানী কাজও ক্ষতিগ্রস্থ হবে। সুতরাং আমার সকল মাদানী সন্তান ও মাদানী সন্ততিগণের নিকট মাদানী আবেদন হচ্ছে, অন্তর প্রশস্ত রাখুন, পরস্পরের মধ্যে মতপার্থক্য ও বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি হতে দিবেন না, যদি সাংগঠনিকভাবে কোন অশোভনীয় বিষয় দৃষ্টিগোচর হয়, তবে সাংগঠনিক নিয়ামানুযায়ী (যা মাদানী কাজ সম্পাদনকারীদের অবগত রয়েছে) এর সমাধান অনুসন্ধান করুন। কখনো যেন এমন না করে বসেন যে, সাময়িক সহানুভূতি অর্জন করার জন্য কিছু ইসলামী ভাইদের সাথে আলোচনা করে পক্ষপাতিত্বের রাস্তা সুগম করে বসবেন এবং আপনারই অসাবধানতার কারণে গীবত, চুগলী, বদগুমানী তথা কুধারনা ও ফিতনা সমূহের ধারাবাহিকতা আরম্ভ হয়ে যাবে আর এভাবেই আল্লাহ্ না করুন আপনার ও অন্যান্যদের আখিরাত হুমকির সম্মূখিন হয়ে যাবে।

ফিতনা ফ্যাসাদ প্রসারকারী সম্পর্কে আযাবের হুমকি

দা’ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫০৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **“গীবতের ধ্বংসলীলা”** এর ৪৫৫ থেকে ৪৫৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: যে দূর্ভাগা মুসলমানদের মাঝে বিশৃঙ্খলা করে এবং ফিতনা সৃষ্টি করে তাদের ভয় করা উচিত। কেননা পারা ১৮, সূরা নূর এর ১৯ নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۙ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ওইসব লোক, যারা চায় যে, মুসলমানদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার হোক, তাদের জন্য মর্মান্তিক শাস্তি রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে।

(পারা- ১৮শ, সূরা- আন নূর, আয়াত নং- ১৯)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

কিছু কিছু লোক ঝগড়াটে স্বভাবের হয়ে থাকে। তারা অহেতুক আরেকজনের গীবত, চুগলী ও সমালোচনা করে, দোষ-ত্রুটি খুজতে থাকে, কথায় কথায় দাঙ্গা হাঙ্গামা সৃষ্টি করে, মুসলমানদের জন্যে কষ্টের কারন হয়ে দাঁড়ায়, এরূপ লোকদের ভয় করা উচিত। মহান আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনের ৩০ পারার সুরাতুল বুরূজ এর ১০নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴿١٠﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় যারা মুসলমান পুরুষদের ও মুসলমান নারীদেরকে কষ্ট দিয়েছে অতঃপর তাওবা করেনি, তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি ও তাদের জন্য আগুনের শাস্তি (অবধারিত)।

(পারা- ৩০, সূরা- আল বুরুজ, আয়াত নং- ১০)

ফিতনা সৃষ্টি কারীর উপর লানত

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে: "ফিতনা ঘুমন্ত অবস্থায় আছে। যে তাকে জাগ্রত করবে তার উপর আল্লাহ্‌র লানত।"

(আল জামেউস সগীর লিস্ সুয়ুতি, পৃ- ৩৭০, হাদীস নং- ৫৯৭৫)

আগর মিযান পে পেশি হো গেয়ি তু হায়ে বরবাদি!
গুনাহো কে চেওয়া কিয়া মেরে নামে মে বাহলা লিখলে,
করম ছে উচ ঘড়ি ছরকার পর্দা আপ রাখ্ লে না,
চেরে মাহশার মেরে আইবো কা যিচ দম তাজকিরা নিখলে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা- ২৬১)

নিজের তানযীমী জিম্মাদারদের আনুগত্য করা অবস্থায় মাদানী ইনআমাতের উপর আমল ও মাদানী কাফেলায় সফরের সাথে সাথে যথাসম্ভব মাদানী কাজ করতে থাকুন। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলের পথপদর্শক ও সাহায্যকারী।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

সুন্নতে আম করে দ্বীন কা হাম কাম করে
নেক হো জায়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আবরণযুক্ত মেহেদী ব্যবহার করলে ওযু গোসল শুদ্ধ হবেনা

(দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত কর্তৃক অপ্রকাশিত ফতোয়ার সার সংক্ষেপ)

আবরণযুক্ত মেহেদী, নেইল পালিশ, স্টিকার বিশিষ্ট মেক আপ লাগানো অবস্থায় ওযু গোসল শুদ্ধ হয়না কেননা পানি ত্বক পর্যন্ত পৌঁছতে উল্লেখিত তিনটি বস্তু বাধা হয়ে থাকে এবং এসব বস্তু শরীয়ত সমর্থিত কোন প্রয়োজন বা হাজতের জন্য ব্যবহার করা হয়না। শরীয়তের উসূল হচ্ছে, যে বস্তু শরীরের ত্বক পর্যন্ত পানি পৌঁছতে বাধা হয় তা শরীরের সাথে লেগে থাকা অবস্থায় ওযু ও গোসল শুদ্ধ হয়না, কেননা ওযুতে মাথা ব্যতিত অবশিষ্ট তিনটি অঙ্গে এবং গোসল করার সময় পুরো শরীরের প্রতিটি লোম ও লোমকুপের উপর পানি প্রবাহিত করা ফরয। হযরত আল্লামা ইবনে হুমাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: যদি তার (অর্থাৎ ওযুকারীর) নখের উপর শক্ত মাটি বা অনুরূপ কোন জিনিস আটকে থাকে বা ধৌত করার স্থানে সুইঁয়ের মাথা বরাবর তা অবশিষ্ট থাকে তবে জায়িয নেই অর্থাৎ তার ওযু শুদ্ধ হবেনা। (ফতহুল ক্বদীর, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৩) মুহীত্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি কোন মানুষের শরীরে মাছের চামড়া বা চর্বিত রুটি লাগে আর তা শুকিয়ে যায় এ অবস্থায় ওযু, গোসল করল এবং পানি সেটার নীচে শরীর

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

পর্যন্ত না পৌঁছে তবে ওযু ও গোসল শুদ্ধ হবেনা। এছাড়া নাকের শুষ্ক শেস্মারও একই হুকুম, এটা এজন্য যে, গোসলে সম্পূর্ণ শরীর ধৌত করা ওয়াজিব আর এসব বস্তু শক্ত হওয়ার কারণে সম্পূর্ণ শরীরে পানি পৌঁছতে বাধা হয়। (ফতোয়ায়ে আলমগীরী, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা- ৫, গুনিয়া, পৃষ্ঠা- ৪৯) ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে উল্লেখ রয়েছে: যদি ওযুতে ধৌত করা হয় এমন কোন স্থানে সুইঁয়ের নখ বরাবর কোন বস্তু অবশিষ্ট থাকে বা নখের উপর শুষ্ক কিংবা ভেজা মাটি লেগে থাকে তবে জায়িয নেই অর্থাৎ ওযু ও গোসল শুদ্ধ হবেনা। এতে আরো উল্লেখ রয়েছে: আবরণযুক্ত খিজাব যখন শুকিয়ে যায় তবে ওযু ও গোসল পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে বাধা হয়ে গেল অর্থাৎ এগুলোর কারণেও ওযু, গোসল পরিপূর্ণ হবেনা। (আলমীরী, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা- ৪) এ কিতাবের অন্য এক স্থানে উল্লেখ রয়েছে: "মহিলাগণ যদি তাদের মাথায় এমন ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করে যদ্ধারা পানি চুলের গোড়া পর্যন্ত পৌঁছেনা তবে তার জন্য এ সুগন্ধিকে দুর করা ওয়াজিব যাতে পানি চুলের গোড়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়।" (প্রাগুক্ত ,পৃষ্ঠা- ১৩) সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: মাছের আঁইশ ওযুর অঙ্গ সমূহে আটকে থাকলে ওযু হবেনা, কেননা পানি এর নীচে প্রবাহিত হয়না।" (বাহারে শরীয়ত, খন্ড- ১, অংশ- ৩, পৃষ্ঠা- ২৯২) আর যতটুকু পর্যন্ত এ বিষয়টি সম্পৃক্ত রয়েছে, তা হচ্ছে ফোকাহায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ السَّلَام মেহেদীর আবরণ থাকা সত্বেও ওযু শুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে যে বর্ণনা দিয়েছেন, সেটার উত্তর হচ্ছে এসব হযরত ফোকাহায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ السَّلَام এ হুকুম ওসব স্বল্প আবরণের ব্যাপারে বলেছেন যা মেহেদী লাগিয়ে ভালভাবে ধোয়ার পরও থেকে যায়, যা খুজে নিতে অসুবিধা হয় যেমন আটা গুড়ো করার পর সামান্যতম আটা নখে ইত্যাদিতে লেগে থাকে, এমন নয় যে, সম্পূর্ণ হাত পায়ে প্লাস্টিকের মত মেহেদী লাগিয়ে রাখলেন, বাহুতেও এভাবেই মেহেদীর বেশ কিছু লাগালেন, পূর্ণ চেহারা স্টিকার বিশিষ্ট মেক আপ দিয়ে ঢেকে রাখলেন, এরপরও ওযু ও গোসল শুদ্ধ হতে থাকবে। কোন মুফতী কখনোই এ ধরনের অনুমতি দেননি। যাহোক উল্লেখিত অবস্থায় ওযু শুদ্ধ হবেনা আর যখন ওযু হলনা তাই নামাযও হবেনা, সুতরাং অতীতে কেউ যদি এভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে থাকলে তবে তার জন্য আবশ্যক যে, স্মরণ করে, স্মরণ না থাকলে প্রবল ধারনার ভিত্তিতে হিসেব করে ফরয ও বিতির সমূহের কাযা আদায় করে নেয়া।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

তথ্যসুত্র

নং	কিতাবের নাম	প্রকাশনা
১	কোরান মাজীদ	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচি।
২	তাফসীরে কবীর	দারু ইহয়াউত তুরাসুলু আরবী, বৈরুত।
৩	তাফসীরে বায়যাভী	দারুল ফিকর, বৈরুত।
৪	নূরুল ইরফান	পীর ভাই কোম্পানী, মরকাযুল আওলিয়া, লাহোর।
৫	বুখারী শরীফ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত।
৬	আবূ দাউদ	দরু ইহয়াউত তুরাসুল আরবী, বৈরুত।
৭	তিরমিযী	দারুল ফিকর, বৈরুত।
৮	মুসনাদে ইমাম আহমদ	দারুল ফিকর, বৈরুত।
৯	মু’জামে কবীর	দারু ইহয়াউত তুরাসুল আরবী, বৈরুত।
১০	মু’জামু আওসাত	দারুল কুতুবুল ইলমিয়াহ, বৈরুত।
১১	হিলয়াতুল আওলিয়া	দারুল কুতুবুল ইলমিয়াহ, বৈরুত।
১২	শুয়াবুল ঈমান	দারুল কুতুবুল ইলমিয়াহ, বৈরুত।
১৩	আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব	দারুল কুতুবুল ইলমিয়াহ, বৈরুত।
১৪	আল জামিউস্ সাগীর	দারুল কুতুবুল ইলমিয়াহ, বৈরুত।
১৫	জামউল জাওয়ামি	দারুল কুতুবুল ইলমিয়াহ, বৈরুত।
১৬	আত্ তবক্বাতুল কুবরা	দারুল কুতুবুল ইলমিয়াহ, বৈরুত।
১৭	ফতহুল বারী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়াহ, বৈরুত।
১৮	আল মাজমু	দারুল ফিকর, বৈরুত।
১৯	ফয়যুল ক্বাদীর	দারুল কুতুবুল ইলমিয়াহ, বৈরুত।
২০	রিসালায়ে কুশাইরিয়া	দারুল কুতুবুল ইলমিয়াহ, বৈরুত।
২১	হাদীক্বায়ে নদভীয়া	পেশাওয়ার।
২২	ইহয়াউল উলূম	দারু সাদির, বৈরুত।
২৩	তাম্বীহুল মুগতাররীন	দারুল মা’রিফাহ, বৈরুত।
২৪	আয্ যাওয়াজির	দারুল মা’রিফাহ, বৈরুত।
২৫	ফতোওয়ায়ে রাযাভিয়াহ	রেযা ফাউন্ডেশন, মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর।
২৬	মালফুযাতে আ’লা হযরত	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচি।
২৭	বাহারে শরীয়ত	মালফুযাতে আ’লা হযরত, মাকতাবাতুল মদীনা, করাচি।
২৮	আল্লাহ্ ওয়ালো কী বাতে	মালফুযাতে আ’লা হযরত, মাকতাবাতুল মদীনা, করাচি।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নত, দা’ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইল্‌ইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দু ভাষায় লিখেছেন। **দা’ওয়াতে ইসলামীর** অনুবাদ মজলিশ এই বইটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন। (মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা’ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।
কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdtarajim@gmail.com, mktb@dawateislami.net
web : www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালাসমূহ বন্টন করে সওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্ছাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সওয়াব অর্জন করুন।

বসতবাড়ী সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা

দুটি হাদীস শরীফঃ (১) যখন শৌচকার্য করার জন্য যাও তখন ক্বিবলাকে না সামনে রাখবে, না পিছনে। (বুখারী শরীফ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৫৫, হাদীস নং-৩৯৪) (২) যে শৌচকার্য করার সময় ক্বিবলাকে সামনে বা পিছনে রাখে না, তার জন্য একটি নেকী দেয়া হয় এবং একটি গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (মু'জামুল আওসাত, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৬৪, হাদীস নং-১৩২২) যদি ঘরের নকশা ইত্যাদি তৈরী করা বা করানোর সময় আর্কিটেক্ট ও বিল্ডার্স ইত্যাদিকে ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে নিম্ন লিখিত বিষয়বলীর উপর আমল করলে প্রচুর সাওয়াব অর্জন করতে পারবেন। (১) ওয়াশরুম বা টয়লেট তৈরীতে W.C. এর স্থাপন এভাবে যেন হয়, যাতে বসার সময় মুখ কিংবা পিঠ ক্বিবলা থেকে ৪৫ ডিগ্রী বাইরে থাকে, সুবিধা হবে যদি ক্বিবলা থেকে ৯০ ডিগ্রী বরাবর হয় অর্থাৎ নামাযের পর সালাম ফিরানোর সময় উভয় দিকে যেভাবে মুখ করা হয়, সেটার উভয় দিক থেকে যেকোন এক দিকে W.C. এর মুখ রাখুন। হানাফী ফিক্বহের প্রসিদ্ধ কিতাব "দুররে মুখতারে" উল্লেখ রয়েছেঃ শৌচকার্য করার সময় ক্বিবলার দিকে মুখ বা পিঠ রাখা নাজায়িয ও গুনাহ্। (দুররে মুখতার, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৬০৮)। (২) ফোয়ারা (shower) লাগানোর সময়ে এ বিষয় বিশেষ লক্ষ্য রাখুন, যাতে উলঙ্গ গোসল করার সময় ক্বিবলার দিকে মুখ বা পিঠ করা থেকে বাঁচা যায়। আ'লা হযরত رحمۃ اللہ تعالی علیہ বলেনঃ উলঙ্গ গোসল করার সময় ক্বিবলাকে সামনে বা পিছনে রাখা মাকরূহ্ ও আদবের বিপরীত। (ফতোয়ায়ে রযভীয়া, খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-৩৪৯)। (৩) বেড রুমে খাট এভাবে যেন রাখা হয় যাতে শোয়ার সময় পা ক্বিবলার দিকে না হয়, কমপক্ষে ৪৫ ডিগ্রী থেকে বাইরে থাকে। "ফতোয়ায়ে শামীতে" রয়েছেঃ বিনা কারণে পা ক্বিবলার দিকে রাখা মাকরূহে তানযিহী। (ফতোয়ায়ে শামী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৬০৮-৬১০) (৪) যদি W.C. বা ফোয়ারা বা খাটের দিক ভূল হয়, তবে শৌচকার্য সম্পাদনকারী, গোসলকারী ও শয়নকারী সর্বাবস্থায় এ বিষয়ে স্মরণ রাখতে হবে যে, যেন উলঙ্গ হয়ে ক্বিবলাকে সামনে বা পিছনে না রাখে, অনুরূপ পা প্রসারিত যেন না করে।

ফয়যানে মদিনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মো-০১৯২০০৭৮৫১৭

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মো-০১৮১৩৬৭১৫৭২,০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদিনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মো-০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail : bdtarajim@gmail.com, mktb.bd@dawateislami.net

Web : www.dawateislami.net